



বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন

পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন



ইভিএম-এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ উপলক্ষ্যে
ম্যানুয়াল

প্রিজাইডিং অফিসার ও
সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের জন্য

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৯

ইভিএম-এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ উপলক্ষ্য
ম্যানুয়াল
প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং
অফিসারদের জন্য

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

প্রকাশ:
ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট (ইটিআই), ঢাকা
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

সূচিপত্র

ভূমিকা	০৫
পরিচেদ ১- সাধারণ তথ্য	০৭
১. নির্বাচনি কর্মকর্তাদের অনুসরণীয় আচরণ	০৭
২. নির্বাচন সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা	০৯
ভোটার হবার যোগ্যতা	০৯
ছবিসহ ভোটার তালিকা	১০
ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার	১০
ভোটগ্রহণের সময়	১২
ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ	১২
৩. নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৩
প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব	১৩
সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব	১৪
ভোটকক্ষে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও তাঁর তত্ত্বাবধানে পোলিং অফিসারগণের দায়িত্ব	১৫
ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৬
ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্ব	১৬
৪. ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ	১৭
নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব-কর্তব্য	১৭
গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের ভূমিকা ও দায়িত্ব-কর্তব্য	২১
৫. ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা	২১
ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের প্রস্তুতি	২১
ভোটকেন্দ্র স্থাপন	২২
ভোটকক্ষ স্থাপন	২২
অবস্থান নির্দিষ্টকরণ	২৩
বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ	২৪
ভোটগ্রহণ বন্ধ	২৪
৬. নির্বাচনি উপকরণ গ্রহণ ও যাচাই	২৫
চেকলিস্ট: ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্বাচনি উপকরণ বা দ্রব্যাদি, ফরম ও প্যাকেট	২৫
৭. ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে	২৭
পরিচেদ ২- ইভিএম-এর পরিচিতি এবং পরিচালনা পদ্ধতি	২৯
৮. ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পরিচিতি	২৯
একটি ইভিএম সেট-এ ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি	২৯
৯. ইভিএম-এর ইউনিটসমূহ	৩০

১০. ইভিএম কে ভোটগ্রহণ উপযোগিকরণ	৩৩
১১. ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটার শনাক্তকরণ	৩৬
১২. ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট প্রদান পদ্ধতি	৩৮
১৩. ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ সমাপ্তকরণ	৩৯
১৪. ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট গণনা	৩৯
১৫. ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট কেন্দ্র স্থগীতকরণ	৩৯
১৬. সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার পরিবর্তন	৪০
১৭. ইভিএম পরিচালনাকালে উদ্ভৃত সাধারণ সমস্যাবলী এবং সমাধান	৪০
১৮. ইভিএম ব্যবহারে সচেতনতামূলক সতর্কবাণী	৪১
পরিচেদ ৩ - ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া	৪২
১৯. ভোটদান প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	৪২
ভোট প্রদানে অনুসরণীয় নিয়মাবলী	৪৩
ভোটার শনাক্তকরণ (১ম পোলিং অফিসার এর করণীয়)	৪৩
ভোটারকে বায়োমেট্রিক্যালি যাচাইপূর্বক শনাক্তকরণে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এর করণীয়	৪৪
অমোচনীয় কালির দাগ প্রদান (২য় পোলিং অফিসার এর করণীয়)	৪৫
ইভিএম-এর মাধ্যমে ইলেক্টনিক ব্যালট সরবরাহ (সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এর করণীয়)	৪৫
ব্যালট ইউনিট এর মাধ্যমে ভোটারের ভোট প্রদান	৪৬
২০. ভোটগ্রহণ সমাপ্তকরণ	৪৭
২১. ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর	৪৭
পরিচেদ ৪- গণনা প্রক্রিয়া ও ফলাফল প্রস্তুত	৪৮
২২. গণনা প্রক্রিয়া	৪৮
ভোট গণনার জন্য স্থান প্রস্তুতকরণ	৪৮
ভোট গণনা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ও ফলাফল প্রস্তুত	৪৮
২৩. নির্বাচনি উপকরণাদি প্যাকেটজাতকরণ	৪৯
পরিচেদ ৫- অভিযোগ, অপরাধ ও দণ্ড	৫০
২৪. অভিযোগ	৫০
২৫. অপরাধ ও দণ্ড	৫০
সংযুক্তি ১: ফরম-জ-১: পোলিং এজেন্ট নিয়োগ	৫২
সংযুক্তি ২: ফরম-জ-২: পোলিং এজেন্টের উপস্থিতির রেকর্ড	৫৩
সংযুক্তি ৩: ফরম-২: প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে ইভিএম বুবাইয়া দেওয়ার রেকর্ড	৫৪
সংযুক্তি ৪: ফরম-৩: ইভিএম এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের প্রত্যয়নপত্র	৫৫
সংযুক্তি ৫: ফরম-এও: চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী	৫৬
সংযুক্তি ৬: ফরম-এও-১: ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী	৫৭
সংযুক্তি ৭: ফরম-এও-২: মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী	৫৮

ভূমিকা

সার্বিক নির্বাচনি কার্যক্রমের চূড়ান্ত সাফল্য হল ভোটকেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্নকরণ। ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব প্রিজাইডিং অফিসারের উপর ন্যস্ত। ভোটকেন্দ্রের প্রধান হিসেবে প্রিজাইডিং অফিসারকে রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনায় ও আইন-বিধির আলোকে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ভোটকেন্দ্রের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেয়া হয়েছে। প্রিজাইডিং অফিসারের উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী যেমন অপরিসীম, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। প্রিজাইডিং অফিসারকে তাঁর দায়িত্ব পালনে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণ সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। নির্বাচন পরিচালনায় নানা স্পর্শকাতর এবং জটিল পরিস্থিতির মধ্যে প্রিজাইডিং অফিসারকে তাঁর কর্তব্যে অটল ও অবিচল থেকে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

নির্বাচন প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, দ্রুত এবং সার্থক করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার শুরু করেছে। ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম হলো দ্রুত ভোট প্রদানের ও ফলাফল গণনার এক সহজতর ব্যবস্থা। এতে কাগজের ব্যালট ও ব্যালট বাক্স নেই। এই ব্যবস্থায় কাগজের ব্যালটে সীল মেরে ভোট প্রদানের পরিবর্তে ভোটার পছন্দের প্রতীকের পাশে বাটন টিপে ইলেক্ট্রনিক ব্যালটে ভোট প্রদান করেন। সারা দিনের ভোট প্রদান শেষ হলে মেশিন অতি দ্রুত জানিয়ে দেবে কোনু প্রার্থী কত ভোট পেয়েছেন। ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ পদ্ধতি নতুন বিধায় এই বিষয়ে প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণকে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনগত দিকগুলো ছাড়াও এর কারিগরিদিক ও ব্যবহার সম্পর্কে পুঁজ্যানুপুঁজ্যভাবে জানা প্রয়োজন।

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন); উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩; উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৯; উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬; নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সালের ১৩ নম্বর আইন) এবং অন্যান্য আইন-বিধিমালা ও নির্বাচন কমিশন হতে জারীকৃত পরিপ্রেসমূহের আলোকে এ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। মিথস্ট্রিয়াভিডিক শিখন মডেল (Interactive Teaching Model) প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনুযায়ী ও হাতে-কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এবং প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে ম্যানুয়ালটি সহায়ক হিসাবে ভূমিকা রাখবে। এ ম্যানুয়াল ভোটগ্রহণে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ও নির্বাচনি দ্রব্যাদি ব্যবহার, ভোটগ্রহণ পদ্ধতি, ভোট গণনা, নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণা, নির্বাচনি দলিলাদি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটি ভালভাবে পাঠ করে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হবে। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনায় এটি অপরিহার্য।



পরিচ্ছেদ ১- সাধারণ তথ্য

১. নির্বাচনি কর্মকর্তাদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ

ভোট গ্রহণ কাজের জন্য নিয়োজিত প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার অর্থাৎ সকল ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাসহ নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত নির্বাচনি কর্মকর্তাগণ নিম্নে প্রদত্ত নীতিমালা মেনে চলবেন এবং সাধারণ প্রজ্ঞা ও সুবিবেচনার সাথে এগুলো প্রয়োগ করবেন।

নির্বাচনি কর্মকর্তাবৃন্দ -

- বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারীকৃত সংশ্লিষ্ট সকল নীতিমালা, নির্দেশনা ও নির্বাচনি আইনকানুন ও বাংলাদেশের অন্যান্য প্রচলিত আইনসমূহ মেনে চলবেন এবং পক্ষপাতিত্বহীন, দল-নিরপেক্ষ ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে সেগুলো প্রয়োগ করবেন;
- ভোটার, প্রার্থী, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি এজেন্ট, পর্যবেক্ষক, গণমাধ্যম প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নিরপেক্ষ ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত আচরণ প্রদর্শন করবেন;
- কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন বা সমর্থনের স্টিঙ্গিত প্রকাশ করবেন না;
- তাঁদের দায়িত্ব পালন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনে যতটুকু এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে সে অনুযায়ী ভোটার, প্রার্থী, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি এজেন্ট, পর্যবেক্ষক, গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সাথে সহযোগিতা করবেন;
- ব্যক্তিগত লাভের জন্য নিজেদের পদ সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না বা প্রয়োগের চেষ্টা করবেন না এবং কারো নিকট হতে কোনো প্রকার উপহার, অর্থ, বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ করবেন না;
- ইভিএম-এর পিন, পাসওয়ার্ড ও অন্যান্য কার্ড সংক্রান্ত তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখবেন;
- ব্যক্তিগত বা অন্য কোনো প্রকার গোপন তথ্যের গোপনীয়তা প্রকাশ করবেন না;
- ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ও নারী- পুরুষ এবং বয়স বিবেচনায় রেখে সামাজিক পরিচয় বা ব্যক্তিগত মর্যাদা নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করবেন;
- দায়িত্ব পালন শুরুর পূর্বে সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সকল পদ্ধতির সাথে নিজেদেরকে পরিচিত করে তুলবেন।

নির্বাচনি কর্মকর্তাদের পেশাগত নীতি

সততাঃ

- প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সকল নির্বাচনি আইন ও কার্যপ্রণালি সততা ও নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করবেন;
- নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোনো প্রার্থী, রাজনৈতিক দল বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক বা অন্য কোনো প্রকার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করবেন না;
- ভোট প্রদানের যোগ্য নন বা ভোটার তালিকাতে নাম নেই এমন কোনো ব্যক্তিকে ভোট প্রদানে অনুমতি প্রদান করবেন না;
- সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের ভোটারকে কোন অবস্থাতেই ভোট প্রদানে বাধাদান করবেন না।

নিরপেক্ষতা:

- নির্বাচনি দায়িত্ব পাওয়ার পর কোনো রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করবেন না;
- নির্বাচনি দায়িত্ব পালনে যেন কোনো রাজনৈতিক মতামতের প্রভাব না পড়ে;
- কোনো প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কিত পোশাক বা চিহ্ন পরিধান বা ধারণ করবেন না;

স্বচ্ছতা:

পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি এজেন্ট, প্রার্থী ও পর্যবেক্ষকদেরকে যেন আইন ও বিধি অনুযায়ী ভোটগ্রহণ কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের অনুমতি প্রদান করা হয় তা নিশ্চিত করবেন।

ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ:

ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ও নারী-পুরুষ বা রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে ভোটার, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি এজেন্ট, প্রার্থী ও পর্যবেক্ষক সকলের সাথে ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করবেন।

ভোটের গোপনীয়তা :

- প্রত্যেক ভোটারের ভোট প্রদানের গোপনীয়তা যেন বজায় থাকে তা নিশ্চিত করবেন;
- গোপন কক্ষ বা ভোটদান কক্ষ (মার্কিং প্লেস) যেন এমন একটি স্থানে থাকে যেখানে কেউ (ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা/পোলিং এজেন্ট/গণমাধ্যম/ পর্যবেক্ষক) ভোটারের ভোট প্রদান দেখতে না পারে তা নিশ্চিত করবেন।

সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা তাঁদের নিজ নিজ নিয়োগপত্রের সাথে সংযুক্ত প্রাপ্তি স্বীকার (যাতে তাঁরা নির্বাচনি দায়িত্ব পালনে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন মর্মে ঘোষণা সম্বলিত একটি অঙ্গীকারনামা রয়েছে) স্বাক্ষর করবেন। নিয়োগপত্রে স্বাক্ষরের পর প্রাপ্তিস্বীকার পত্রটি রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে।

প্রাপ্তিস্বীকার ও অঙ্গীকারনামা

(এই অংশটুকু রিটার্নিং অফিসারকে ফেরত দিতে হবে)

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে আমি, ----- (নাম ও পদবী)
অঙ্গীকার করছি যে, আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সর্বস্বত্ত্বালোচনা দলীয়/গোষ্ঠীয়/ধর্মীয় প্রভাব হতে মুক্ত থেকে সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে পালন করব। আমি অবগত আছি যে, দায়িত্ব সম্পাদনে কোন ব্যত্যয়ের জন্য উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩; নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন) এবং সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী আমার বিবরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসার

তারিখ :

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম -----

২. নির্বাচন সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা

প্রতিটি উপজেলার ভোটারগণ একটি অবাধ, সর্বজনীন ও গোপন ভোটদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের নিজ নিজ উপজেলার জন্য একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান ও একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা, যদি থাকে, এর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা কাউন্সিলরগণ উক্ত উপজেলার সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য নির্বাচিত করবেন। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ ধারা ২০ অনুসারে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদের জন্য গঠিত হবে।

- উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন) এ নির্বাচনের মূল আইনি ভিত্তি। এছাড়া উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩; উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৯; উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এবং নির্বাচন কমিশন হতে জারীকৃত পরিপ্রেক্ষমূহ আইনি কাঠামোর একটি অংশ।

উপজেলা পরিষদ গঠন [উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ৬] :

নিম্নর্ণিত ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হবে, যথাঃ-

- (ক) চেয়ারম্যান;
- (খ) দু'জন ভাইস চেয়ারম্যান, যার মধ্যে একজন মহিলা হবেন;
- (গ) উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সাময়িকভাবে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;
- (ঘ) উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক পৌরসভা, যদি থাকে, এর মেয়ার বা সাময়িকভাবে মেয়ারের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি; এবং
- (ঙ) সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ (প্রত্যেক উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা, যদি থাকে, এর মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের সম সংখ্যক আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যারা উক্ত উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা, যদি থাকে, এর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা কাউন্সিলরগণ কর্তৃক তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত হবেন)

ভোটার হ্বার যোগ্যতা

বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোটার হ্বার যোগ্য হবেন যদি তিনি:

- তাঁর বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;
- কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁর সম্পর্কে অপ্রকৃতিত্ব বলে ঘোষণা বহাল না থেকে থাকে;
- তিনি উক্ত ভোটার এলাকা বা ক্ষেত্রে, নির্বাচনি এলাকার অধিবাসী বা অধিবাসী বলিয়া গণ্য হন;
- তিনি Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, ১৯৭২ (P.O No 8 of 1972) এর অধীন কোন অপরাধে দণ্ডিত না হয়ে থাকেন; এবং
- তিনি International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর অধীন কোন অপরাধে দণ্ডিত না হয়ে থাকেন।

কারা ভোট দিতে পারবেন

সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের আওতাধীন ভোটার এলাকার ভোটার তালিকায় যাদের নাম থাকবে।

ছবিসহ ভোটার তালিকা

ছবিসহ ভোটার তালিকার তথ্যের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের অনেকাংশে মিল থাকলেও জাতীয় পরিচয়পত্র দেখে ভোটার তালিকায় ভোটারের অবস্থান চিহ্নিত করা যাবে না। জাতীয় পরিচয়পত্রে ভোটারের এনআইডি (NID) নম্বর ও ভোটার তালিকায় ভোটার নম্বর ও ক্রমিক নম্বর ইত্যাদি এক নয়। এজন্য উল্লিখিত নম্বর ও ভোটার তালিকার তথ্য সম্পর্কে বিশেষ করে ভোটার এলাকার ৪ অংকের ক্রমিক নম্বর সকলের অবগত থাকা প্রয়োজন।

নিম্নে ভোটার তালিকা সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হলো:

- ক) ভোটার তালিকায় কভার পৃষ্ঠা এবং প্রথম পৃষ্ঠা ও অন্যান্য পৃষ্ঠার শীর্ষভাগে সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ওয়ার্ড নম্বরসহ বিভিন্ন তথ্যের সাথে ভোটার এলাকার নাম ও কোড নম্বর থাকে;
- খ) ভোটার এলাকা বলতে গ্রাম/মহল্লা/রাস্তা বা এর অংশবিশেষ হলেও কোন ক্ষেত্রে ভোটার এলাকার নামের সাথে সেগুলোর হুবহু মিল নাও থাকতে পারে। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে অনেক ভোটার এলাকার নাম সংশ্লিষ্ট মহল্লা বা রাস্তার নামের সাথে মিল নেই;
- গ) ছবিসহ ভোটার তালিকায় ভোটারের নামের বিপরীতে ৪ অংক বিশিষ্ট ক্রমিক নম্বর রয়েছে। ভোটারের ক্রমিক নম্বর জানা থাকলে ভোটার তালিকায় তার অবস্থান সহজেই জানা যাবে;
- ঘ) ভোটার তালিকায় ভোটারের একটি ১২ অংকের ভোটার নম্বর রয়েছে।

ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ১৯ অনুসারে এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ৬ অনুসারে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত আপাততঃ বলবৎ ভোটার তালিকার যে অংশ সংশ্লিষ্ট উপজেলাভুক্ত এলাকা সংক্রান্ত, ভোটার তালিকার সে অংশ সে উপজেলার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত হবে। কোন ব্যক্তির নাম উক্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকলে তিনি উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ভোট দিতে পারবেন। প্রতিটি ভোটার এলাকার মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণের জন্য পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা রয়েছে। ভোটারের নাম যে ভোটকেন্দ্রের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে, তিনি সেই ভোটকেন্দ্রের নির্দিষ্ট ভোটকক্ষে ভোট প্রদান করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, উক্ত ভোটার তালিকা মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের ভোটার তালিকা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য আলাদা ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হবে। মহিলা সদস্য পদে নির্বাচন ডিলভারি অনুষ্ঠিত হবে এবং একেব্রে ইভিএম এর মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবেনা।

ছবিসহ ভোটার তালিকার ব্যবহার

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য বর্তমানে প্রণীত ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করতে হবে। ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করবেন। প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা ভোটাররা কোন অবস্থাতেই ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করতে পারবেন না, তবে শুধুমাত্র নির্বাচনি কাজে ছবি ছাড়া ভোটার তালিকা ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রতি লক্ষ্য রাখবেন -

- প্রাণ্ত ছবিসহ ভোটার তালিকার প্রতিটি অংশ ভোটকেন্দ্রের বিপরীতে বর্ণিত ভোটার এলাকার ও ভোটার সংখ্যার সাথে পরীক্ষা করবেন এবং সঠিক আছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন;
- ভোটকেন্দ্রের আওতাধীন ভোটার এলাকার পুরুষ ও মহিলা অংশের ভোটার তালিকা সঠিকভাবে বুঝে নিবেন।
- ভোটকেন্দ্রের জন্য ভোটার তালিকা সঠিকভাবে বুঝে নিবেন।

ভোটার স্লিপ ও এর ব্যবহার :

কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ভোটারদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বা ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত সীমানার বাহিরে ভোটার স্লিপ প্রদান করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে,

- কোন ভোটকেন্দ্রের ১৮০ (একশত আশি) মিটারের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ করতে পারবেন না।
- ভোটার স্লিপ ১২ (বার) সেন্টিমিটার ও ৮ (আট) সেন্টিমিটারের অধিক আয়তনের হতে পারবে না এবং তাতে প্রার্থীর নাম ও ছবি, সংশ্লিষ্ট পদের নাম, প্রতীক ব্যতীত অন্য কিছু উল্লেখ করতে পারবেন না, তবে ভোটারের নাম ভোটার নম্বর ও ভোটকেন্দ্রের নাম ইত্যাদি উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখবিহীন কোন ভোটার স্লিপ মুদ্রণ করতে পারবেন না।

ভোটগ্রহণের সময়

নির্বাচনের দিন সকাল ৮:০০ টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে বিরতিহীনভাবে চলতে থাকবে এবং বিকাল ৪:০০ টায় ভোটগ্রহণ শেষ হবে। তবে বিকাল ৪ টার মধ্যে যে সকল ভোটার ভোটকেন্দ্রের চৌহদির মধ্যে থাকবেন তারা ভোট দিতে পারবেন। ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে সকাল ৬:০০ টার মধ্যে প্রস্তুত হতে হবে।

ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ

- ভোটকেন্দ্র এমন একটি স্থান যেখানে নির্বাচনের দিন ভোটার ভোট প্রদান করে। এটি একটি ভবন বা স্থাপনা, ভবনের অংশ বা ভবনের বাইরের কোন স্থান হতে পারে। একটি ভোটকেন্দ্রের ভিতরে কয়েকটি ভোটকক্ষ থাকে। প্রতিটি ভোটকক্ষে একটি করে গোপনকক্ষ বা মার্কিং প্লেস থাকে যেখানে ভোটার মার্কিং সিল দ্বারা ব্যালট পেপারে ভোট দিবেন। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের একটি স্বতন্ত্র ক্রমিক নম্বর ও নাম থাকবে।
- ভোট কক্ষ হলো ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ভোট গ্রহণের স্থান। এটি একটি কক্ষ বা নির্ধারিত স্থান হতে পারে। প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ভোটকক্ষের স্থান নির্ধারণ করবেন। ভোটকক্ষে ভোটারদেরকে ভোটদান প্রক্রিয়াতে সহায়তা করতে একদল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা (একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও দুইজন পোলিং অফিসার) একত্রে কাজ করবেন। সাধারণত গড়ে ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র এবং গড়ে আনুমানিক ৪০০ জন পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৩৫০ জন মহিলা ভোটারের জন্য ১টি করে ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে হয়। সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের ভোটার তালিকার ভোটারগণকে ভোটকক্ষ ভিত্তিক যতদূর সম্ভব (ভোটার তালিকার বিভক্তি বিবেচনায়) সমান ভাবে ভাগ করেন। মহিলা ও পুরুষ ভোটারের জন্য অবশ্যই পৃথক পৃথক ভোটকক্ষ স্থাপন করতে হবে। প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য আলাদা আলাদা নম্বর থাকে। তবে ইভিএম এর ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারের সাথে পরামর্শ করে ভোটার তালিকার কাঠামো বিন্যাস বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ইভিএম কাস্টমাইজেশন টিম প্রতিটি কক্ষের ভোটার সংখ্যা নির্ধারণ করে দিবেন। প্রিজাইডিং অফিসার কক্ষ ভিত্তিক নির্ধারিত ভোটার সংখ্যা অনুযায়ী ভোট গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কোন অবস্থাতেই কক্ষভিত্তিক নির্ধারিত ভোটার সংখ্যা পরিবর্তন করা যাবে না।

৩. নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য

নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেন। রিটার্নিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করেন। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার, প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং দুইজন পোলিং অফিসার নিয়োজিত হবেন। তাছাড়া নির্বাচনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন কমিশন তথা রিটার্নিং অফিসার বিভিন্ন কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকেন। উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ নির্বাচন কমিশনের অধীনে থেকে আইন ও বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রিজাইডিং অফিসার প্রয়োজন অনুসারে ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ তত্ত্বাবধান করেন, যার মধ্যে রয়েছে:

- ভোটগ্রহণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণাদি সংগ্রহ ও সরবরাহ;
- ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ও ভোটকক্ষে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান;
- ভোটকেন্দ্রের ভিতর উদ্ভৃত যেকোন সমস্যার সমাধান এবং কৌশলগত প্রশ্নের উত্তর প্রদান;
- নিরাপত্তাজনিত বা জরুরি কোনো পরিস্থিতিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

ভোটকক্ষের অভ্যন্তরে প্রতিটি টিম একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন। অন্যদিকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার সকল বিষয়ে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট রিপোর্ট করবেন, যিনি পুরো ভোটকেন্দ্রের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ শুরু ও এর কর্মকাণ্ড পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে পোলিং অফিসারদেরকে নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী অবহিত করবেন।

প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব

- রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা;
- ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা;
- ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করে কেন্দ্রিত ভোটগ্রহণ উপযোগীকরণ। এছাড়াও ভোটকেন্দ্রের অবস্থান, ভোটার সংখ্যা এবং ভোটার এলাকার নাম/বিবরণী সংগ্রহ করা;
- ভোটকেন্দ্রের সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধান করা;
- রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) সহ ভোটগ্রহণ সংশ্লিষ্ট সকল উপকরণ (স্পর্শকাতর ও সাধারণ উপকরণসহ) যাচাই করে গ্রহণ করা এবং ভোটকক্ষ ভিত্তিক বিতরণ করা;
- ভোটগ্রহণের দিন যথাসময়ে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) সহ নির্বাচনি উপকরণাদি সরবরাহ করা;
- ভোটার তালিকাতে নাম আছে শুধুমাত্র এমন ভোটারদেরকে যাতে ভোট প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়, তা আইন-শৃঙ্খলা বাহনীর মাধ্যমে নিশ্চিত করা;
- ভোটগ্রহণ শুরু ও সমাপ্তির সকল প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করা;
- ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) কে যথাযথভাবে ভোটগ্রহণের উপযোগী করার বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- ভোটের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা;
- পর্যবেক্ষক, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি এজেন্ট, প্রার্থী এবং ভোটাররা যথাযথ আচরণ করছেন কিনা তা নিশ্চিত করা;
- ভোট গণনা করা এবং গণনার ফলাফল রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণের জন্য বিবরণী প্রস্তুত করা;
- সংশ্লিষ্ট সকল ফরম পূরণ ও কার্যাবলী সম্পাদন করা;
- ফলাফল ঘোষণা ও সংশ্লিষ্ট সকল পোলিং এজেন্ট/নির্বাচনি এজেন্ট/প্রার্থীকে ভোট গণনার অনুলিপি প্রদান করা;
- ভোটকেন্দ্রে গণনার বিবরণী টাঙ্গিয়ে দেয়া;
- রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার এর দপ্তরে প্রেরণের জন্য ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) সহ ভোটগ্রহণের সকল উপকরণ নিরাপদ হেফাজতে রাখা এবং নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণাদি যথাস্থানে প্রেরণ করা;

- ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ও শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কারো প্রবেশাধিকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা;
- জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;
- নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট, পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি প্রদান ও তাদের কার্যক্রম মনিটরিং করা;
- সকল কার্যপ্রণালি সঠিকভাবে ও আইনানুগ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে ভোটগ্রহণ ও গণনার সময় সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ ও তত্ত্বাবধান করা;
- রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের টেলিফোন নম্বর ও যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য রাখা এবং প্রয়োজন অনুসারে তাঁদের সাথে যোগাযোগ করা;
- ভোটগ্রহণ সম্পর্কিত সকল কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও তদারকি করা।

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিজের দায়িত্ব পালনসহ ভোটকক্ষ পরিচালনা ও কক্ষের অভ্যন্তরে সকল কর্মকার্তা তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার :

- ভোটকক্ষের অভ্যন্তরে সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা;
- ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার ও অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা;
- পোলিং অফিসারদের কর্মকার্তা তত্ত্বাবধান করা;
- ভোটগ্রহণ কাজে নিয়োজিত পোলিং অফিসার ছাড়াও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করা;
- দিনব্যাপি সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করা এবং সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা। বিশেষ করে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াতে নির্ধারিত সকল পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করা। এছাড়াও প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশাবলী অনুসরণ নিশ্চিত করা;
- ভোটকক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও পোলিং এজেন্ট এবং নির্বাচনি কাজে আগত, নির্বাচনি এজেন্ট, পর্যবেক্ষকসহ সকলের পরিচয়পত্র দৃশ্যমানভাবে পরিধান বা বুকে ঝুলানো থাকা নিশ্চিত করা;
- ভোটকক্ষের জন্য সরবরাহকৃত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর সকল যন্ত্রাংশ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা এবং ভোটকক্ষে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত সকল ফরম সঠিকভাবে পূরণ করা;
- নির্ধারিত সময়ে ভোটকক্ষে ভোটগ্রহণ শুরু ও শেষ করার দায়িত্ব পালন করা এবং ভোটগ্রহণ কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে সম্পন্ন নিশ্চিত করা;
- ভোটকক্ষে ভিড় সৃষ্টি না হয় এমনভাবে পর্যবেক্ষক, পোলিং এজেন্ট ও গণমাধ্যমের সহজ চলাচল নিশ্চিত করা;
- প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ইভিএম-সহ ভোটগ্রহণ সংশ্লিষ্ট সকল উপকরণাদি (স্পর্শকাতর ও সাধারণ উপকরণসহ) যাচাই করে গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন ও ব্যবহার করা;
- ভোটকক্ষে ভোটগ্রহণের জন্য ইভিএম-সহ প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত সংখ্যক উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং অতিরিক্ত উপকরণের প্রয়োজন হলে প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করা;
- ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) সহ সকল উপকরণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভোটগ্রহণ শেষে নির্বাচনি উপকরণাদির প্যাকেটজাতকরণে নির্ধারিত কার্যপ্রণালি অনুসরণ করা;
- যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক ইভিএমের কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে ভোটারকে বায়োমেট্রিক্যালি যাচাই করা;
- ভোটারকে ইলেকট্রনিক ব্যালট ইস্যু করা এবং ভোটার যেন গোপনকক্ষে যেয়ে ব্যালট ইউনিট -এর বাটন চেপে ভোট প্রদান করেন তা নিশ্চিত করা;

- সমস্যা ও অভিযোগের তাৎক্ষণিকভাবে সুরাহা করা;
- কক্ষে কোন রাজনৈতিক প্রচারণামূলক উপকরণ বা এ জাতীয় কিছু যেন না থাকে, তা নিশ্চিত করা;
- ভোটগ্রহণকালে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলে তা লিপিবদ্ধ করা এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে তা তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করা;
- নির্ধারিত সময় অন্তর কক্ষে প্রদত্ত ভোট সংখ্যা প্রিজাইডিং অফিসারকে জানানো;
- প্রিজাইডিং অফিসারকে ভোটগ্রহণ শুরু ও শেষ করার সময় এবং ভোটকক্ষের অন্যান্য বিষয়ের তথ্য ও পরিসংখ্যান অবহিত করা;

ভোটকক্ষে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও তাঁর তত্ত্বাবধানে পোলিং অফিসারগণের দায়িত্ব

ভোটকক্ষে ভোটারের লাইন নিয়ন্ত্রণ ও শনাক্তকরণে পোলিং অফিসারের দায়িত্ব:

- ভোটকক্ষের প্রবেশ পথে সকল ভোটার যেন সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান তা কেন্দ্রে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় নিশ্চিত করা;
- সকল ভোটারকে তাঁদের ভোটার স্লিপ (যদি থাকে) প্রদর্শন বা ভোটার ক্রমিক নম্বর বলার জন্য অনুরোধ করা;
- ভোটারদের ভোটকক্ষে একজন একজন করে প্রবেশ নিশ্চিত করা;
- কোনো ভোটার ভোটকক্ষে প্রবেশের পর প্রথমেই তাঁর পরিচয় নেয়া এবং এ কক্ষের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বর যাচাই করা;
- ইভিএমের কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক্যালি যাচাইয়ের জন্য ভোটারকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করা।
- বায়োমেট্রিক্যালি যাচাই নিশ্চিত হলে এবং হাতের আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগ লাগানো হলে তার কাছে রাক্ষিত ভোটার তালিকায় ভোটারের নাম ও ক্রমিকের পাশে টিক চিহ্ন দিয়ে ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসই গ্রহণ করা
- উচ্চ স্বরে ভোটারের ক্রমিক নম্বর ও নাম উচ্চারণ করা, যাতে উপস্থিত পোলিং এজেন্টরা শুনতে পায় এবং তাঁদের কাছে রাক্ষিত ছবিচাড়া ভোটার তালিকাতে ভোটার ক্রমিক নম্বরে টিক চিহ্ন দিতে পারেন;
- ভোটারকে গোপন কক্ষে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেয়া;
- শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, শারীরিকভাবে অসমর্থ, সন্তান সন্তুষ্য প্রমুখ ভোটারদের ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুবিধা ও অগ্রাধিকারের বিষয়টি লক্ষ্য রেখে তাঁদের সহায়তা করা;
- ভোটকক্ষে ভোটারের ভিড় সৃষ্টি হতে না দেয়া।
- গোপনকক্ষে এক সংগে একাধিক ব্যক্তির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।

অমোচনীয় কালির দাগ প্রদানে পোলিং অফিসারের দায়িত্ব :

- ভোটারের হাতের আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগ আছে কিনা, তা পরীক্ষা করা ;
- ভোটারের আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগ দেয়া (আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগ লাগানো বাধ্যতামূলক);
- ভোটারকে ভোটার তালিকায় স্বাক্ষর বা টিপসই দেয়ার জন্য প্রেরণ করা।

ইভিএম-এর মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক ব্যালট ইস্যু করার ক্ষেত্রে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব :

- প্রাপ্ত কন্ট্রোল ইউনিটসহ সকল কার্ড এবং ব্যালট ইউনিট সমূহ সার্বক্ষণিকভাবে সুরক্ষিত রাখা;
- পোলিং অফিসারের কর্তৃক হাতের আঙুলে কালির দাগ লাগানো হলে এবং ভোটার তালিকায় ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসই গ্রহণের পর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিট হতে বোতাম চেপে ভোটারের জন্য ইলেক্ট্রনিক্যালি ব্যালট ইস্যু করা;

- ভোটারকে গোপন কক্ষে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেয়া;
- ভোটকক্ষে ভোট গ্রহণ শুরুর পূর্বেই সকল প্রস্তুতি শেষ করা, যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটগ্রহণ শুরু করা যায়;

 উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, পরিচয় পত্র প্রিজাইডিং অফিসার	ছবি
নাম : উপজেলার নাম : ভোটকেন্দ্রের নথর ও নাম :	
তারিখ : (ইঙ্গরোগ্য নথে) রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর সূচন নামসহ সিল	

পরিচয়পত্র: প্রিজাইডিং অফিসার

 উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, পরিচয় পত্র সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার	ছবি
নাম : উপজেলার নাম : ভোটকেন্দ্রের নথর ও নাম :	
তারিখ : (ইঙ্গরোগ্য নথে) রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর সূচন নামসহ সিল	

পরিচয়পত্র: সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার

 উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, পরিচয় পত্র পোলিং অফিসার	ছবি
নাম : উপজেলার নাম : ভোটকেন্দ্রের নথর ও নাম :	
তারিখ : (ইঙ্গরোগ্য নথে) রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর সূচন নামসহ সিল	

পরিচয়পত্র: পোলিং অফিসার

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণের সাধারণ দায়িত্ব কর্তব্য :

নির্বাচনি কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য আচরণবিধি অনুযায়ী সর্বাদা নিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে নিরপেক্ষ আচরণ করা জরুরি। তাছাড়া নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা একান্ত প্রয়োজন:

- নির্ধারিত কার্যপ্রণালি অনুসরণ এবং সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;
- সকালে যথাসময়ে ভোট গ্রহণের জন্য সকল প্রস্তুতি শেষ করা, যাতে নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ শুরু করা যায়;
- নির্বাচনি মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- ভোটারদেরকে নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে সেবা প্রদান করা;
- ভোটগ্রহণ শেষে নির্বাচনি মালামাল গোছানোর কাজ সম্পন্ন করা;
- ভোটকেন্দ্র ত্যাগের পূর্বে ইভিএম সমূহ বাঞ্ছে বা কার্টনে যথাযথভাবে প্রবেশ করিয়ে যথাযথভাবে প্যাকেটেজাত করা এবং নির্বাচনি কোন মালামাল কক্ষে/কেন্দ্রে যাতে থেকে না যায় বা পড়ে না যায় তা নিশ্চিত করা;
- সবসময় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত পরিচয়পত্র দৃশ্যমানভাবে পরিধান করে থাকা;

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণ নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। শুধু প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন।

ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্ব

ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী :

- ভোটগ্রহণের পূর্বের দিন মালামাল গ্রহণের আগেই ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট রিপোর্ট করবেন;
- ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ভোটকেন্দ্রের ভিতরে অবস্থান করে প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশনা অনুসারে ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা প্রদান করবেন;
- ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও নির্বাচনি কাজে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) সহ সকল মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন;

- ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের ভোটকক্ষ ভিত্তিক সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঢ়ানোর ব্যাপারটি নিশ্চিত করবেন;
- প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশনা অনুসারে ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা স্টিকারী/আইন বহির্ভূত কাজ করছে এমন কোন ভোটার বা ব্যক্তিকে অপসারণ করবেন। তবে উক্ত ব্যক্তি এ কেন্দ্রের ভোটার হলে তার ভোট প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;
- নির্বাচন চলাকালীন সময়ে অপ্রত্যাশিত/অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশনা অনুসারে মোকাবিলা করবেন;
- ভোটগণনার সময় গণনা কক্ষের চারপাশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন;
- ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে, ভোটগ্রহণ চলাকালে ও ভোটগ্রহণ শেষে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) সহ নির্বাচনি উপকরণাদির নিরাপত্তা প্রদান করবেন;
- নির্বাচনের পূর্বের দিন সহকারী রিটার্নিং/রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি মালামাল পৌছানো এবং নির্বাচন শেষে ভোটকেন্দ্র থেকে সহকারী রিটার্নিং/রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় পর্যন্ত ফলাফলসহ নির্বাচনি মালামালসমূহ পরিবহনের সময় এসকল উপকরণের নিরাপত্তা প্রদান করবেন;
- আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কোনোভাবেই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ বা প্রভাবিত করতে পারবেন না;

নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কেউ ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না।

৪. ভোটকেন্দ্র প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ

প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট ভোটকক্ষে ভোটারদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবেন। ভোটকেন্দ্রের ভিতরে সকল ব্যক্তিকে অবশ্যই সার্বক্ষণিকভাবে তাঁদের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র বুকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং অতিরিক্ত প্রমাণ হিসেবে তাঁদের নিয়োগপত্রের/অনুমোদনের কপি বহন করতে হবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ভোটকেন্দ্রে/ভোটকক্ষে প্রবেশ ও ভোটগ্রহণ কর্মকার্তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত :

- সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটারগণ (শুধুমাত্র ভোট প্রদানের জন্য);
- সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাবৃন্দ;
- পোলিং এজেন্টবৃন্দ (প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য প্রতি ভোটকক্ষে একজন করে- শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ভোটকক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য);
- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট (তাঁরা ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন তবে কোন প্রকার প্রচারণা চালাতে পারবেন না);
- সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ;
- নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দ;
- নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা;
- ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) সম্পর্কিত কারিগরি টিমের সদস্যগণ;
- প্রিজাইডিং অফিসার যদি আহ্বান করেন তাহলে মোবাইল টিম ও স্ট্রাইকিং ফোর্সে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ।

নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট, পর্যবেক্ষক, গণমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট অন্যদেরকে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রিজাইডিং অফিসারের সাথে দেখা করবেন। প্রিজাইডিং অফিসার তাঁদের পরিচয়পত্র/প্রত্যয়নপত্রসমূহ (ক্ষেত্রবিশেষে অনুমোদনের কাগজপত্রসহ) যাচাই করবেন এবং এরপর তিনি তাঁদেরকে আইনানুগ দায়িত্ব পালন ও পর্যবেক্ষণের অনুমতি দিতে পারেন।

নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব-কর্তব্য

নির্বাচনি প্রক্রিয়াতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নে পর্যবেক্ষক, নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

নির্বাচনি এজেন্ট

নির্বাচনি এজেন্ট প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী কর্তৃক নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি যাঁর একজন প্রার্থীর মতো সকল যোগ্যতা আছে (যেমন অন্যন ২৫ বছর বয়সী)। ভোটগ্রহণ আরম্ভ হবার পূর্বে প্রার্থীর মত নির্বাচনি এজেন্টও (যদি প্রার্থী নিয়োগ দেন) ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য অনধিক একজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। এছাড়া প্রার্থীর পক্ষে তার অন্যান্য নির্বাচনি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন।

..... উপজেলা পরিষদ নির্বাচন,

পরিচয় পত্র
নির্বাচনি এজেন্ট

(চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান/ মহিলা সদস্য)

নির্বাচনি এজেন্টের নাম :

প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর নাম ও পদ :

ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম :

ওয়ার্ড নম্বর :

প্রার্থীর প্রতীকের নাম :

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম :

ভোটকক্ষের নম্বর :

তারিখ :
(হস্তান্তরযোগ্য নহে) স্বাক্ষর :

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

পরিচয়পত্র: নির্বাচনি এজেন্ট

পোলিং এজেন্ট

প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনি এজেন্ট প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোট কক্ষের জন্য একজন করে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে এক কপি ছবিসহ নিয়োগপত্র (ফরম-জ-১) এর মাধ্যমে প্রিজাইডিং অফিসারকে জানিয়ে দিবেন। পোলিং এজেন্ট সর্বদা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ছবিসহ পরিচয়পত্র বুকে ঝুলিয়ে নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকবেন এবং উক্ত পরিচয়পত্র ছাড়াও নিয়োগপত্র (ফরম-জ-১) ও তাঁর নিজস্ব জাতীয় পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখবেন।

প্রত্যেক পোলিং এজেন্টকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত এবং প্রার্থী কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত নমুনার কাপড়ের তৈরী বাহু বন্ধনী বা আর্মড ব্যান্ড বা অন্য কোন চিহ্ন সঙ্গে রাখতে হবে। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার (ফরম-জ-২) অনুসারে পোলিং এজেন্টের উপস্থিতির রেকর্ড রাখবেন। ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকালীন যে সকল উপকরণসমূহ (ছবি ছাড়া ভোটার তালিকা, কলম, কাগজ, নিয়োগপত্র, বাহু বন্ধনী বা আর্মড ব্যান্ড ইত্যাদি) প্রয়োজন হবে তা প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট এর নিকট হতে সংগ্রহ করে ভোটকেন্দ্রে সময়মত উপস্থিত হয়ে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর প্রতিনিধি হিসাবে পোলিং এজেন্টগণ আইনানুগভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতিরেকে ভোটকক্ষে এবং প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতিরেকে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করতে পারবেন না। ফলাফল গণনাকালে প্রত্যেক প্রার্থীর ১ (এক জন পোলিং এজেন্ট ভোট গণনা কক্ষে উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং ভোট গণনাকালে কোন পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকবেন তাহা (ফরম- 'জ-১') অনুসারে ভোট গণনার পূর্বেই প্রিজাইডিং অফিসারকে জানিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে ফরম-৩ মোতাবেক পোলিং এজেন্টগণ ইভিএম এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

 নির্বাচনি এজেন্টের ছবি
..... উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, পরিচয় পত্র (চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান/ মহিলা সদস্য) পোলিং এজেন্টের নাম : প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও পদ : ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম : ওয়ার্ড নম্বর : প্রার্থীর ঠাটাকের নাম : ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম : ভোটকক্ষের নম্বর : তারিখ : (ইত্তরযোগ্য নয়ে)
স্বাক্ষর : নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

পরিচয়পত্র: পোলিং এজেন্ট

পোলিং এজেন্ট নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত :

- ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) কে ভোটগ্রাহণ উপযোগীকরণ প্রক্রিয়া অবলোকন এবং ভোটগ্রাহণ শুরুর পূর্বে ডেমো ভোটিং এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইভিএম -এর কার্যকারিতা যাচাই করতে পারবেন;
- তাঁর কাছে রাখিত ছবি ছাড়া ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বর এর পাশে টিক চিহ্ন দিবেন;
- ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) সহ অন্যান্য স্পর্শকাতর উপকরণ যথাযথ আছে কিনা তা দেখতে পারবেন;
- ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোটার শনাক্ত ও ইলেক্ট্রনিক ব্যালট সরবারাহ করা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন;
- ভোটগণনা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন (প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ০১ জন করে পোলিং এজেন্ট, যা ভোটগ্রাহণের শুরুতেই নির্ধারণ করে দিতে হবে);
- ভোট গণনার বিবরণী এবং অন্যান্য ফরম ও প্যাকেটে স্বাক্ষর করবেন;
- কোনো অভিযোগ থাকলে তা পেশ করতে পারবেন;
- ভোট গণনার বিবরণী বা ফলাফলের কপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

পোলিং এজেন্ট নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত নন:

- ভোটগ্রাহণ কর্মকর্তাদের কাজে বাধাদান বা হস্তক্ষেপ;
- গোপনকক্ষে ভোটার কর্তৃক ব্যালট ইউনিটে ভোট প্রদান অবলোকন;
- কোনো প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের লোগো বা প্রতীক বহন বা ধারণ;
- কোনোভাবে কোনো প্রার্থীর বা রাজনৈতিক দলের পক্ষে / বিপক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন বা প্ররোচনা দান;
- ভোটকক্ষে কোনোভাবে ভোটারদের সাথে কথা বলা, ইশারা/ ইঙ্গিত করা কিংবা এমন কোন আচরণ করা, যা ভোটারদের পছন্দকে প্রত্যাবিত করে;
- ভোটগ্রাহণ শেষ হবার পূর্ববর্তী এক ঘন্টা হতে ভোটগ্রাহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই ভোটকক্ষ ত্যাগ করা।

পোলিং এজেন্ট ভোটকক্ষে বা ভোটকেন্দ্রে কোন মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখতে ও ব্যবহার করতে পারবেন না। নির্বাচনি এজেন্টও ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকক্ষে কোন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না।

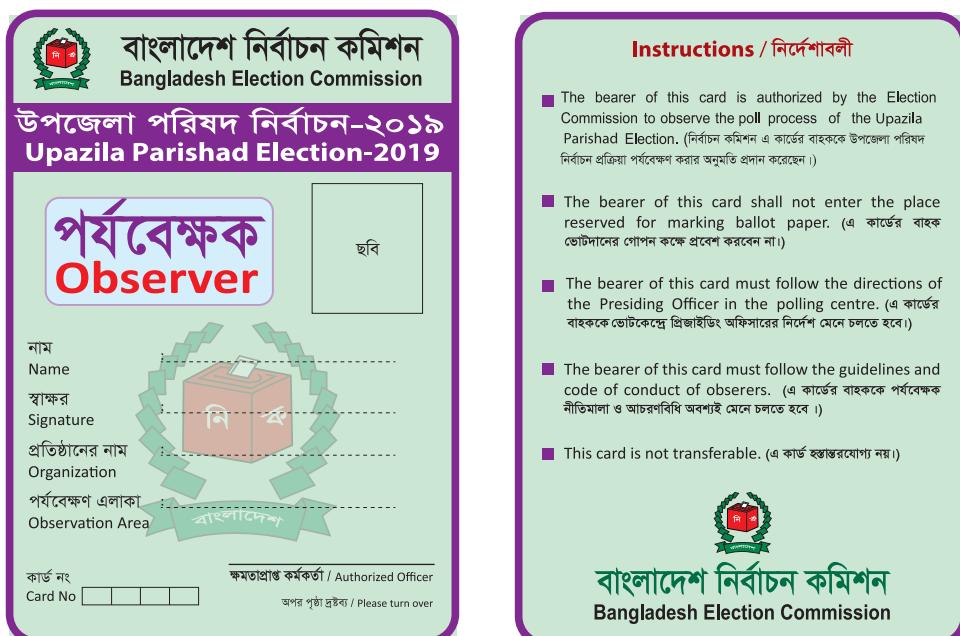
আপত্তি উত্থাপন

এজেন্টবৃন্দ তাঁদের কোনো আপত্তি থাকলে প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট লিখিতভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন। প্রিজাইডিং অফিসার/ সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার যুক্তিসঙ্গত আপত্তিসমূহ আইন ও বিধি অনুসারে নিষ্পত্তি করবেন। এছ- ড্রাও, পোলিং এজেন্ট বা নির্বাচনি এজেন্ট বা প্রার্থী নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখিত ভাবে রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসার এর নিকট আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন।

যদিও পোলিং এজেন্টবৃন্দ ভোটকেন্দ্রে অনুসৃত কার্যপ্রণালী সম্পর্কে এবং কোনো অনিয়ম সংঘটিত হলে সে বিষয়ে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াতে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না, অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা কোনো ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার বিষয়ে দাবী পেশ করতে পারবেন না। কোনো এজেন্ট যদি যথাযথ আচরণ না করেন, তাহলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তাঁকে সতর্ক করে দিতে পারেন।

নির্বাচনি পর্যবেক্ষক

নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত পরিচয়পত্র বহনকারী পর্যবেক্ষকরা ভোটকেন্দ্রে/ কক্ষে ভোটগ্রহণসহ নির্বাচনের অন্যান্য বিষয়াদি সুবিধামত ও যৌক্তিক সময়ের জন্য পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। তবে তিনি সার্বক্ষণিকভাবে সেখানে অবস্থান করতে পারবেন না। নির্বাচনি পর্যবেক্ষকবৃন্দ ভোটকেন্দ্রে/ভোটকক্ষে অবস্থানের সময় অনুমতিত পরিচয়পত্র পরিধান করে থাকবেন।



পরিচয়পত্র: পর্যবেক্ষক

নির্বাচনি পর্যবেক্ষক নিম্নোক্ত কর্মকারে জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত :

- ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) কে ভোটগ্রহণ উপযোগীকরণ এবং ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে মক ভোটিং প্রক্রিয়া অবলোকন করতে পারবেন;
- ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোটার শনাক্ত ও ইলেকট্রনিক ব্যালট সরবারাহ করা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন;
- ভোটগণনা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

নির্বাচনি পর্যবেক্ষক নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত নন :

- ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে হস্তক্ষেপ;
- গোপনকক্ষে ভোটার কর্তৃক ব্যালট ইউনিটে ভোট প্রদান অবলোকন;
- ভোটকেন্দ্রে/কক্ষে কোনোভাবে ভোটারদের সাথে কথা বলা, ইশারা/ ইঙ্গিত করা কিংবা এমন কোন আচরণ যা ভোটারদের পছন্দকে প্রতিবিত করে;
- অভিযোগ উত্থাপন, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রদান এবং সার্বক্ষণিকভাবে সেখানে অবস্থান;
- ভোটকক্ষে কোন মোবাইল ফোন ব্যবহার করা।

গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের ভূমিকা ও দায়িত্ব-কর্তব্য

নির্বাচন কমিশন, রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বিস্তৃত না করে ভোটকক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন। কিন্তু ভোটদান কক্ষ (গোপনকক্ষ) প্রবেশ করতে বা কোন ধরণের ছবি তুলতে বা ভিডিও ধারণ করতে পারবেন না। গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের ভোটকেন্দ্রে সর্বদা অনুমোদিত পরিচয়পত্র পরিধান করে থাকতে হবে।

গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের জন্য অবশ্য পালনীয়:

- গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা ভোটদানের গোপনকক্ষে প্রবেশ করবেন না;
- তাঁরা ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ মেনে চলবেন;
- গণমাধ্যম প্রতিনিধিগণ পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ও কোড অব কন্ডাক্ট মেনে চলবেন।



পরিচয়পত্র: গণমাধ্যম প্রতিনিধি

৫. ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা

ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের প্রস্তুতি

নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পর প্রিজাইডিং অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের সাথে যোগাযোগ করবেন। এরপর ভোটকেন্দ্রের অবস্থান ও অবস্থা জেনে ও পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। পরিদর্শন এবং ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের সুবিধার্থে ভোটকেন্দ্র যে প্রতিষ্ঠান, ভবন বা স্থানে স্থাপন করা হয়েছে, সে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা অফিস প্রধান অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করবেন।

ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত আসবাবপত্র আছে কিনা, তা প্রিজাইডিং অফিসার নিশ্চিত করবেন। যদি ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র না থাকে তাহলে প্রিজাইডিং অফিসার সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট ক্ষেত্রবিশেষে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাবেন। এছাড়াও কেন্দ্রে পানি ও ট্যালেট এর সুব্যবস্থা আছে কিনা, তা দেখবেন এবং না থাকলে তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন।

ভোটগ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিসরের প্রতি খোঝাল রেখে ভোটকেন্দ্রের যে কক্ষগুলি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, সে কক্ষগুলোকে ভোটকক্ষ হিসেবে নির্ধারণ করবেন। ভোটকেন্দ্র সম্পর্কে কোন সমস্যা থাকলে তা রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন।

ভোটারদের সুবিধা ও সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশ করার এবং বাহির হওয়ার স্থান নির্ধারণ করবেন। ভোটগ্রহণের দিনে আইন ও বিধি অনুসারে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দির ১০০ গজ এবং ৪০০ গজ ব্যাসার্ধ স্থান চিহ্নিত করতে হবে।

রাতে ব্যবস্থানের জন্য এবং নির্বাচনে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ফরম, প্যাকেট, ইভিএম- এর বাক্সসমূহ নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণ করার জন্য উপযুক্ত কক্ষ নির্ধারণ করবেন। উক্ত কক্ষ যাতে সর্বদা নিরাপদ রাখা যায়, তার নিশ্চয়তা বিধান করবেন। এজন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছ থেকে আলমারী এবং কক্ষের তালাচাবির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবেন।

ভোটগ্রহণ শেষে ভোটগণনার জন্য উপযুক্ত কক্ষ নির্ধারণ করবেন। নির্ধারিত কক্ষটি যেন এমন প্রশংস্ত হয়, যাতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, নির্বাচনি এজেন্ট, প্রার্থী এবং পোলিং এজেন্টগণের বসার জন্য পর্যাপ্ত পরিসর থাকে।

ভোটকেন্দ্র স্থাপন

প্রিজাইডিং অফিসার ও অন্যান্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ নির্বাচনের আগের দিন আসবাবপত্র স্থাপন ও ভোটকক্ষের নকশা প্রস্তুত করে রাখবেন, যাতে নির্বাচনের দিন তাঁদেরকে শুধুমাত্র ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত উপকরণাদি ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে না হয়।

প্রিজাইডিং অফিসারকে ভোটকেন্দ্রে অপেক্ষমাণ ভোটারের সারি/লাইন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা নির্বাচনের আগের দিনই গড়ে তুলতে হবে। ভোটকেন্দ্রের ভিতরে প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য আলাদা সারি এবং মহিলা ও পুরুষ ভোটারের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকক্ষ ও আলাদা সারির ব্যবস্থা করতে হবে।

- কোন ভোটকক্ষে কোন কোন ভোটার এলাকার ভোটারগণ (ভোটার তালিকায় উল্লিখিত ক্রমিক অনুসারে) ভোটদান করবেন তার একটি বিবরণী ভোটকেন্দ্রের বাইরে ও ভিতরে প্রকাশ্য স্থানে লাগিয়ে দিবেন;
- প্রত্যেক ভোটকক্ষের বাইরে ভোটকক্ষ নং ১/২/৩/৪/৫ (পুরুষ) এবং ভোটকক্ষ নং ১/২/৩/৪/৫ (মহিলা), ভোটারের ক্রমিক নং, ভোটার এলাকার নাম প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে দিবেন;
- ভোটকেন্দ্র/কক্ষের ভিতরে ও বাইরে প্রতীক ও স্টিকার (যেমন “প্রবেশ”, “বাহির”, “পুরুষ”, “মহিলা”) এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপকরণাদি (যেমন নাম ও প্রতীক/প্রতীকসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা, ইভিএম-এ ভোটদান প্রক্রিয়ার পোস্টার, নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত পোস্টার) প্রদর্শন করতে হবে।

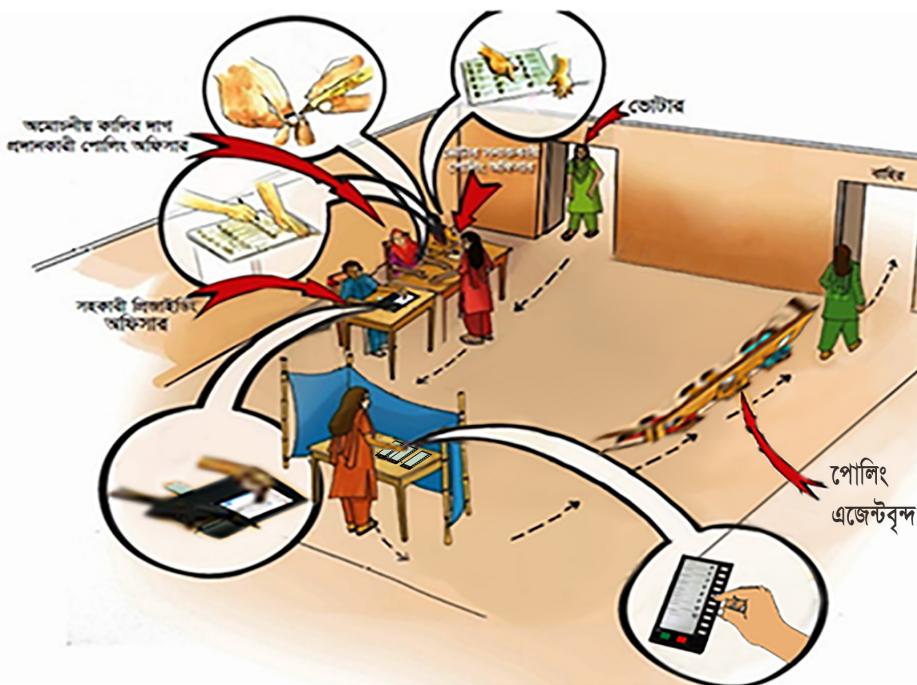
ভোটকক্ষ স্থাপন

ভোটকক্ষ এমন করে স্থাপন করতে হবে যাতে সেখানে ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটারদের সুশ্রেষ্ঠ ও স্বচ্ছ যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকে। তবে ভোটকক্ষ স্থাপন কিভাবে করা হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে যে কক্ষটি ভোটকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হবে তার আকার ও আকৃতি, প্রবেশ পথ ও বাহির হওয়ার দরজার অবস্থান, ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কী কী ধরনের টেবিল, চেয়ার বা বেঞ্চ পাওয়া যাবে তার উপরে।

- এমনভাবে বসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রার্থী, পোলিং এজেন্ট, ও পর্যবেক্ষকবৃন্দ সম্পূর্ণ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া দেখতে ও পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং তাঁদের অবস্থান থেকে ইভিএম-এর কন্ট্রোল ইউনিট এবং মনিটরের ক্ষিণ সার্বক্ষণিক স্পষ্টভাবে দেখা যায়;
- টেবিলগুলোকে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সকল নির্বাচনি কর্মকর্তা তাঁদের বসা অবস্থান থেকে সকল ভোটারের ভোটদান কক্ষে (গোপন কক্ষ) যাওয়া দেখতে পান;

- ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাবৃন্দ ভোট কক্ষের এমন স্থানে বসার ব্যবস্থা করবেন যাতে ভোটার কক্ষে প্রবেশ করলে প্রথমে তাঁদের সাথে সাক্ষৰ হয়;
- টেবিলগুলোকে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে ভোটারদের যাতায়াতের সময় একজন ভোটারের সাথে আরেকজন ভোটারের মুখোমুখি অতিক্রম করতে না হয়।
- ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের টেবিলসমূহ, ভোটদান কক্ষ (গোপন কক্ষ), ইভিএম এবং এজেন্টদের বসার অবস্থান এর মাঝে ভোটারদের স্বাচ্ছন্দে চলাচলের জন্য যেন পর্যাপ্ত জায়গা থাকে এবং ইভিএম-এর কেবলসমূহের কারণে যেন চলাচলে অসুবিধা না হয়;
- পুরো কক্ষটিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে, সম্পূর্ণ ভোটদান প্রক্রিয়া শেষ করতে একজন ভোটারকে একই দিকে চলাচল করতে হয়;
- ভোটকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত কক্ষটিতে যদি দুটি দরজা থাকে, তাহলে এর একটিকে প্রবেশ পথ ও অন্যটিকে বাহির পথ হিসেবে নির্দিষ্ট করতে হবে;
- যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক কক্ষ না থাকে এবং কোনো কক্ষ যদি যথেষ্ট বড় হয়, তাহলে উত্তরণ কক্ষে একাধিক ভোটকক্ষ স্থাপন করা যেতে পারে;

ভোটকক্ষে ভোটারের প্রবেশ, শনাক্তকরণ ও অমোচনীয় কালির দাগ প্রদানের স্থান, কন্ট্রোল ইউনিট হতে ব্যালট ইস্যুর স্থান, গোপন কক্ষে ব্যালট ইউনিট রাখার স্থান এবং সবশেষে ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর বের হবার পথ পর্যন্ত যেন একটি পর্যায়ক্রমিক গতিপথ থাকে। ইলেকট্রনিক ব্যালট ইস্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে যেন একটি পর্যাপ্ত জায়গাসমৃদ্ধ টেবিল বরাদ্দ দেয়া হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।



চিত্র: ভোটকক্ষ নকশা

অবস্থান নির্দিষ্টকরণ

প্রিজাইডিং অফিসার

ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে তাঁর বসার এমন একটি কক্ষ নির্ধারণ করবেন, যাতে কক্ষটি প্রশস্ত হয় এবং কক্ষ থেকে বের হলে সহজেই

সমস্ত ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার সার্বিক অবলোকন ও ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যায়। ভোটগ্রহণের দিন যেন কক্ষটিতে অতিরিক্ত ইভিএম সেট ও কার্ডসহ অন্যান্য নির্বাচনি মালামাল নিরাপত্তার সাথে রাখা যায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচনি মালামাল উক্ত কক্ষ থেকে যেন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের সরবরাহ করা যায়।

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার

ভোটকক্ষে ভোট প্রদানের স্থান সঠিকভাবে স্থাপন ও দিনব্যাপী উক্ত কক্ষে ভোটারের ভোটগ্রহণ কর্মকার্তা যথাযথভাবে চলছে কিনা, তা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিশ্চিত করবেন। তাঁর ডেঙ্গুটি এমন একটি স্থানে স্থাপন করতে হবে, যাতে তিনি সম্পূর্ণ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং সমস্ত কক্ষটি সেখান থেকে স্পষ্টভাবে অবলোকন করতে পারেন। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে ব্যালট ইস্যু করার দায়িত্ব পালন এবং ভোটারের ফিঙ্গার প্রিন্ট গ্রহণ করে শনাক্তকরণ যাতে সহজ হয়, তাই তাঁর বসার স্থানে পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে, যাতে সেখান থেকে তিনি সঠিকভাবে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ ব্যবস্থাপনা করতে পারেন।

ভোটার শনাক্তকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত পোলিং অফিসার

ভোটার শনাক্তকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত পোলিং অফিসারের বসার ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যাতে ভোটার ভোটকক্ষে প্রবেশ করার পর প্রথমেই যে টেবিলের মুখোমুখি হবেন সেটিই হবে উক্ত কর্মকর্তার টেবিল। উক্ত পোলিং অফিসারের কাজের স্থানটিতে ভোটার তালিকা রাখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে যাতে ভোটারগণ সহজেই স্বাক্ষর/টিপসহি দিতে পারেন।

অমোচনীয় কালির দাগ প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত পোলিং অফিসার

অমোচনীয় কালির দাগ প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত পোলিং অফিসারের বসার ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যাতে তাঁর কাজের স্থানটিতে অমোচনীয় কালির কলম রাখা এবং আঙুলে উক্ত কালির দাগ দেবার মতো পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে।

ভোটদান কক্ষ/গোপন কক্ষ/মার্কিং প্লেস স্থাপন

ভোটদান কক্ষ (গোপন কক্ষ) এমনভাবে স্থাপিত হতে হবে যাতে ভোটারকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার যে স্থান থেকে কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে ব্যালট ইস্যু করবেন তার ঠিক পরের স্থান হিসেবে গণ্য হবে। গোপন কক্ষ সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও পোলিং এজেন্টদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকতে হবে। তবে গোপন কক্ষ স্থাপনে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে ভোটারের ভোটের গোপনীয়তা নিশ্চিত হয়। প্রতি ভোটকক্ষে ভোটারগণ যে গোপন কক্ষে ইলেক্ট্রনিক্যালি ভোট প্রদান করবেন, তা কাপড় বা চট দ্বারা তৈরী করা যেতে পারে। কান অবস্থাতেই গোপন কক্ষে একের অধিক ভোটার অবস্থান বা প্রবেশ করতে পারবেন না।

বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ

সকল ৮.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে। তবে ভোট গ্রহণের ফাঁকে পর্যায়ক্রমে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ খাওয়া ও নামাজ বা প্রার্থনার কাজটি করতে পারেন। এজন্য কোন অবস্থাতেই ভোট গ্রহণ বন্ধ রাখা যাবেনা।

ভোটগ্রহণ বন্ধ

যদি কোন সময় প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে ভোটগ্রহণ বাধাগ্রস্থ বা ব্যাহত হয় এবং তা ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনরায় শুরু করা সম্ভব না হয় তাহলে তিনি অবিলম্বে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দিবেন। এছাড়া ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কোন ইভিএম সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হতে বেআইনিভাবে অপসারণ করা হলে বা দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষতিগ্রস্থ বা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা হলে বা হারিয়ে গেলে বা এ পরিমাণ হস্তক্ষেপ হলে যে ক্ষেত্রে উক্ত ভোটকেন্দ্রের ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করা যাবে না সেক্ষেত্রেও প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দিবেন। প্রিজাইডিং অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে ভোটগ্রহণ বন্ধ করার বিষয়টি রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন। উল্লিখিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সময় থাকলে প্রিজাইডিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। ভোটগ্রহণ বন্ধ করা হলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইভিএম এর স্থগিত অপশন ব্যবহার করে মেশিনগুলি বন্ধ করতে হবে।

৬. নির্বাচনি উপকরণ গ্রহণ ও যাচাই

একটি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য যেসকল নির্বাচনি উপকরণ বা দ্রব্যাদি, কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক ইভিএম, সিল করা খামে অডিট কার্ড, পোলিং কার্ড, এসডি কার্ড, পিন এবং পাসওয়াড সম্বলিত সিল করা খাম; ফরম ও প্যাকেট প্রয়োজন হবে তা রিটার্নিং অফিসার ভোটগ্রহণের পূর্বের দিন প্রিজাইডিং অফিসারকে সরবরাহ করবেন। প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত নির্বাচনি উপকরণ বা দ্রব্যাদি, ফরম ও প্যাকেট যাচাইপূর্বক বুঝে নিবেন। যে সকল উপকরণ হারিয়ে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে নির্বাচনি প্রক্রিয়া গুরুতরভাবে প্রভাবিত হতে পারে সেগুলোকে স্পর্শকাতর উপকরণ বলা যেতে পারে। যেমন- ইভিএম কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালট ইউনিট, এসডি কার্ড, অডিট কার্ড, পোলিং কার্ড, সংযোগকারী ক্যাবলসমূহ, সিলগালাকৃত সকল প্যাকেট ইত্যাদি উপকরণসমূহ স্পর্শকাতর হিসেবে বিবেচিত এবং এগুলোর জন্য সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য সকল নির্বাচনি মালামালও গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়, তবে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ব্যক্তি সময়ের মধ্যে তা প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব। যেমন নির্বাচনি কাজে ব্যবহৃত ফরম ও প্যাকেটসমূহ, ভোটার তালিকা, মনিটর এবং এর আনুসারিক যন্ত্রপাতি, অমোচনীয় কালির কলম, গালা, স্টেশনারী, নির্বাচনি কর্মকার্যসম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় চিহ্ন ও লেবেল ইত্যাদি। প্রিজাইডিং অফিসার একটি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য যেসকল নির্বাচনি উপকরণ বা দ্রব্যাদি, ফরম ও প্যাকেট রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে গ্রহণ করবেন নিম্নে সেগুলো চেকলিস্ট আকারে বর্ণনা করা হলো -

চেকলিস্ট : ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্বাচনি উপকরণ বা দ্রব্যাদি, ফরম ও প্যাকেট :

নির্বাচনি উপকরণ বা দ্রব্যাদি

ক্রমিক নং	নির্বাচনি দ্রব্যাদি	পরিমাণ
১	ইভিএম কন্ট্রোল ইউনিট	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১টি করে এবং অতিরিক্ত ১টি মোট ২টি
২	পাওয়ার অ্যাডেপ্টর	প্রতিটি ভোটকক্ষের কন্ট্রোল ইউনিট ও মনিটর অনুযায়ী
৩	মনিটরের ব্যাটারী	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ২টি করে
৪	ক্যাবল (পাঁচ মিটার)	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ২টি করে
৫	ক্যাবল (এক মিটার)	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ৪টি করে
৬	ব্যালট ইউনিট	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ৩টি করে এবং অতিরিক্ত ২টি মোট ৫টি
৭	মনিটর	প্রতিটি ভোটকক্ষের বুথের সংখ্যা অনুসারে
৮	HDMI ক্যাবল	প্রতিটি ভোটকক্ষের বুথ সংখ্যা অনুসারে
৯	অডিট কার্ড	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১টি করে
১০	পোলিং কার্ড	প্রতিটি ভোটকক্ষের বুথ সংখ্যা অনুযায়ী
১১	এসডি কার্ড	প্রতিটি ভোটকক্ষের বুথ সংখ্যা অনুযায়ী
১২	থার্মাল পেপার	প্রতিটি ভোটকক্ষের বুথের সংখ্যা অনুযায়ী
১৩	ছবিসহ ভোটার তালিকা	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের নির্দিষ্ট এলাকার জন্য ১ কপি করে
১৪	অমোচনীয় কালির কলম	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য একটি করে এবং কেন্দ্র প্রতি ২টি করে অতিরিক্ত
১৫	স্ট্যাম্প প্যাড	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১টি করে এবং কেন্দ্র প্রতি ১টি অতিরিক্ত
১৬	গালা	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ২০০ থাম ওজনের ১ প্যাকেট
১৭	সিলগালা করার জন্য পিতলের সিল (ব্রাস সিল)	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি করে
১৮	চার্জার লাইট	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি করে
১৯	স্ট্যাপলার	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি করে
২০	স্ট্যাপলার পিন	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১ প্যাকেট
২১	ভোটকেন্দ্র দ্রব্যাদি বহনের জন্য চটের থলি (হেসিয়ান বড় ব্যাগ)	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি
২২	মনিহারী দ্রব্যাদি বহনের জন্য ছোট টটের থলি (হেসিয়ান ছোট ব্যাগ)	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি
২৩	মাল্টি প্লাগ (প্রয়োজন অনুসারে)	প্রতিটি ভোটকক্ষের অনুসারে

ক্রমিক নং	নির্বাচনি দ্রব্যাদি	পরিমাণ
২৪	মেমব্রেইন ক্লিনার	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ২টি
২৫	বলপয়েন্ট কলম	ভোটকেন্দ্রের প্রতিজন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার জন্য ১টি করে
২৬	সাদা কাগজ	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য আধা দিস্তা
২৭	কার্বন পেপার	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ২ শীট
২৮	ছুরি	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি
২৯	সুই (বড় সাইজের)	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি
৩০	সুতা (ছোট বল)	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি
৩১	মোমবাতি (বড় সাইজ)	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি
৩২	গামপট	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি
৩৩	টিস্যু প্যাকেট	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ২টি
৩৪	দেশলাই বক্স	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি
৩৫	গু	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি
৩৬	ছোট মখমলের কাপড় (২ x ২ সাইজ)	প্রতিটি বুথ সংখ্যক হারে ১টি
৩৭	ভ্যাসলিন	প্রতিটি বুথ সংখ্যক হারে ১টি
৩৮	স্ক্রু ড্রাইভার নির্দেশনা সূচক চিহ্ন স্টিকার (ক) “প্রবেশ”, “বাহির” (খ) “ভোটকক্ষ নং (পুরুষ)” (গ) “ভোটকক্ষ নং (মহিলা)” (ঘ) “প্রিজাইডিং অফিসার” “সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার” “পোলিং অফিসার” (ঙ) ভোটপ্রদান প্রক্রিয়ার পোস্টার (চ) “পোলিং এজেন্ট” লিখিত প্লাকার্ড	প্রয়োজন অনুযায়ী
৩৯	ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য পরিচয়পত্র	ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য ১টি করে
৪০	প্রার্থী তালিকা ভোটকেন্দ্রের বাইরে সহজে	
৪১	প্রয়োজন অনুযায়ী দৃষ্টিগোচর হয় এমন ছানে লাগানোর জন্য	

ফরমসমূহ

ক্রমিক নং	ফরম	বিষয়	পরিমাণ
১	ফরম-জ-১	পোলিং এজেন্ট নিয়োগ	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ৫০টি
২	ফরম-জ-২	পোলিং এজেন্টের উপস্থিতির রেকর্ড	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ৪টি
৩	ফরম-২	প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে ইভিএম বুুৰাইয়া দেওয়ার রেকর্ড	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০৩টি
৪	ফরম-৩	ইভিএম এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের প্রত্যয়নপত্র	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১০টি
৫	ফরম-এ৩	চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১৫টি
৬	ফরম-এ৩-১	ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১৫টি
৭	ফরম-এ৩-২	মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১৫টি

প্যাকেটসমূহ

ক্রমিক নং	প্যাকেট	বিষয়	পরিমাণ
১	প্যাকেট-৯	চিহ্নিত ভোটার তালিকার রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০৩টি
২	প্যাকেট-৭	ভোট গণনার বিবরণী রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০৬টি
৩	প্যাকেট-১১	বিবিধ কাগজগুলি রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০৫টি
৪	বিশেষ খাম	ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোট গণনার বিবরণী প্রেরণ করার জন্য	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০২টি

নির্বাচন দ্রব্যাদি বিতরণস্থল থেকে গ্রহণকালে এবং তা ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রিজাইডিং অফিসার তাঁর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগুলিকে (যাকে প্রয়োজন) সংগে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দিবেন। ভোটগ্রহণের জন্য যে সংখ্যক ইভিএম পাওয়া উচিত সে সংখ্যক পেয়েছেন কিনা তা প্রিজাইডিং অফিসার নিশ্চিত করবেন। প্রতিটি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ উপকরণসমূহ পরীক্ষা করে দেখবেন যে, সঠিক আছে কিনা। প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের জন্য যে সংখ্যক উপকরণসমূহ পাওয়া উচিত তা বুঝে নিয়ে চালানে স্বাক্ষর করবেন। এ ব্যাপারে ক্ষণিকের শৈথিল্য আপনার জন্য ভোটগ্রহণ দিবসে ভোটকেন্দ্রে সমস্যা, জটিলতা ও বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই উপকরণসমূহ বুঝে নিতে অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসার ইভিএমসহ অন্যান্য মালামাল গ্রহণ করার পর ভোটকেন্দ্রে পৌছে ফরম-২ (সংযুক্তি-৩ এ নমুনা দেয়া আছে) অনুযায়ী রেকর্ড সংরক্ষণপূর্বক প্রতিটি কক্ষের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে ইভিএম বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর সহায়তার প্রতিটি মেশিন স্টেআপ করে কক্ষভিত্তিক কট্রোল ইউনিট এবং ব্যালট ইউনিটসমূহের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখবেন এবং ৩টি পদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের বিপরীতে ব্যালট ইউনিটসমূহে সঠিকভাবে প্রতীক সন্নিবেশিত আছে কিনা তা প্রিজাইডিং অফিসার যাচাই। যাচাই করে কোন ক্রটি পরিলক্ষিত হলে তা তৎক্ষণিকভাবে রিটার্ন অফিসার/সহকারী রিটার্ন অফিসারকে অবহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়াও প্রতিটি পদের নামের কাগজের স্টিকার ব্যালট ইউনিটসমূহের ওপর লাগাতে হবে যাতে ভোটারগণ সহজেই বুঝতে পারেন কোনটি কোন পদের ব্যালট ইউনিট।

ব্যাকআপ অডিট ও পোলিং কার্ড

প্রত্যেকটি কেন্দ্রের জন্য সহকারী রিটার্ন কর্মকর্তার নিকট এক স্টে করে অডিট ও পোলিং কার্ড সংরক্ষিত থাকবে। কোন কেন্দ্রে যান্ত্রিক/কারিগরী ক্রটি পরিলক্ষিত হলে রিটার্ন কর্মকর্তার অবগতি সাপেক্ষে সহকারী রিটার্ন কর্মকর্তা উক্ত কেন্দ্রের প্রিজাইডিং কর্মকর্তা সরবরাহ করবেন। প্রিজাইডিং কর্মকর্তা কেন্দ্রে নির্বাচন কমিশনের কারিগরী টিমের সাহায্য নিয়ে উক্ত কার্ডসমূহ ব্যবহার করবেন।

৭. ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে

নির্বাচনের দিন সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে সকাল ৬:০০ টার মধ্যে ভোটগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ভোটগ্রহণ অবশ্যই ঠিক সকাল ৮:০০ টার সময় শুরু করতে হবে। ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন প্রার্থী যেন ভোটের জন্য প্রচারণা বা ভোটারের কাছে ভোট প্রার্থনা বা কোন ভোটারকে নির্বাচনে ভোট না দেয়ার জন্য বা কোন বিশেষ প্রার্থীকে ভোট না দেয়ার জন্য প্ররোচিত করতে না পারেন সেই বিষয়টি প্রিজাইডিং অফিসারকে নিশ্চিত করতে হবে। রিটার্ন অফিসারের অনুমতি ব্যতীত এবং প্রার্থী বা তার নির্বাচন এজেন্টের জন্য ভোটকেন্দ্রের ১০০ (একশত) গজ ব্যাসার্ধের বাইরে সংরক্ষিত স্থান ব্যতীত, ভোটারগুলিকে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য ভোট দিতে উৎসাহিত বা তাকে ভোট দিতে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত কোন নোটিস, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা প্রদর্শন করতে না পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

ভোটগ্রহণের দিন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ভোটগ্রহণের অন্তত ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট আগে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তাঁর অধীন পোলিং অফিসারসহ অবশ্যই প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোট কক্ষের জন্য ইভিএম, পাসওয়ার্ড, এসডি কার্ড, পোলিং কার্ডসহ এবং নিচে উল্লিখিত উপকরণাদিসহ অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করবেন।

☞ ভোটার শনাক্তকরণ ও অমোচনীয় কালির দাগ দেয়ার জন্য উপকরণসমূহ

- ভোটগ্রহণ কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে ভোটকক্ষের জন্য নির্ধারিত ছবিসহ ভোটার তালিকা (ভোটারের ক্রমিক নম্বর চিহ্নিত ও রেকর্ড করার জন্য)
- বলপয়েন্ট কলম
- অমোচনীয় কালির কলম

☞ অন্যান্য উপকরণ:

- ভোটকক্ষে নিয়োজিত সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার জন্য পরিচয়পত্র
- প্রয়োজনীয় ফরমসমূহ

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তাঁর ভোট কক্ষে ইভিএম সহ উপকরণ সমূহ নিয়ে আসবেন এবং ভোট গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে কিনা খ্তিয়ে দেখবেন। প্রয়োজনীয় উপকরণ সহকারে যথাযথভাবে ভোটদান কক্ষ (গোপন কক্ষ) প্রস্তুতকরণ নিশ্চিত আছে কিনা তা যাচাই করে দেখবেন।

উল্লিখিত উপকরণসমূহ গ্রহণ করার পর প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিতিতে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ইভিএম এর বিভিন্ন অংশ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে মেশিনের সুইচ অন করবেন এবং সরবরাহকৃত অডিট কার্ড এবং পোলিং কার্ড নির্দিষ্ট স্লটে প্রবেশ করিয়ে এবং প্রদত্ত পিন ও পাসওয়ার্ড প্রদান করে ইভিএম চালু করে ভোটগ্রহণ উপযোগী করবেন। এসময় উপস্থিতি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টগণকে সরবরাহকৃত ইভিএমসমূহ প্রদর্শন করবেন এবং তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সঠিক আছে কিনা তা দেখাবেন। ইভিএম যে ডেমো মোডে রয়েছে অর্থাৎ ইভিএমটিতে ইতিপূর্বে কোন ভোটগ্রহণ করা হয় নাই তা পোলিং এজেন্টদেরকে প্রদর্শন করবেন ডেমো লোখা প্রিন্ট কপিতে সকল পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করে ফরম-৩ (সংযুক্তি-৪ এ নমুনা দেয়া আছে) অনুযায়ী প্রিজাইডিং অফিসারকে একটি প্রত্যায়নপত্র প্রদান করবেন। এছাড়াও ফরম জ-২ এ পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতির রেকর্ড রাখবেন। এর পর কক্ষে উপস্থিতি পোলিং এজেন্টদের অংশগ্রহণে “ইভিএম-এর পরিচিতি এবং পরিচালনা পদ্ধতি” তে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী ডেমো ভোটিং এর ব্যবস্থা করবেন। ডেমো ভোট শুরুর প্রথমে ইভিএমের মাধ্যমে শূন্য ভোট প্রদর্শন করবেন এবং ডেমো ভোটে প্রদত্ত ভোট সকলের সমুখে লিখে রেখে ফলাফল যাচাই করে এর সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত করবেন। ইভিএম সকাল ৭:৪৫ ঘটিকার পূর্বে চালনা করলে ডেমো ভোটিং এর অপশনটি পাওয়া যাবে এবং উপস্থিতি পোলিং এজেন্টগণ সংশ্লিষ্ট কক্ষের ভোটার হলেই ডেমো ভোটে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। ডেমো ভোটিং শেষে ভোটের ফলাফল প্রিন্ট করে সকল কে দেখাবেন এবং উপস্থিতি সকল এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন।

ডেমো ভোটিং এর পর মূল ভোট শুরু করার জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের বাম পাশের “পূর্ণরায় শুরু” বাটন চেপে ইভিএমটি প্রস্তুত করবেন। ঠিক সকাল ৮:০০ ঘটিকায় সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ শুরু করবেন তখন এই মেশিনে যে বর্তমানে সকল পদে প্রার্থীদের প্রতীকে শূন্য ভোট রয়েছে তা প্রিন্ট করে দেখাবেন।

সকাল ৮:০০ টার সময় সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের সামনে (যদি তাঁরা উপস্থিত থাকেন) ঘোষণা করবেন যে, তাঁর ভোটকক্ষে ভোটগ্রহণ শুরু হলো।

পরিচেদ ২- ইভিএম-এর পরিচিতি এবং পরিচালনা পদ্ধতি

৮. ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পরিচিতি

ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) হলো ভোটদানের সহজতর এক ব্যবস্থা। এতে কাগজের ব্যালট ও ব্যালট বাক্স নেই। এই ব্যবস্থায় ব্যালট কাগজে সীল মেরে ভোট প্রদানের পরিবর্তে ভোটার তার পছন্দের প্রতীকের পাশে বাটন টিপে ইলেক্ট্রনিক ব্যালটে ভোট প্রদান করবেন। সারা দিনের ভোট প্রদান শেষ হলে মেশিন অতি দ্রুত জানিয়ে দেবে কোন প্রার্থী কত ভোট পেয়েছেন। প্রতিটি ইভিএম প্রধানত দুটি ইউনিটের (কন্ট্রোল ইউনিট এবং ব্যালট ইউনিট) সমন্বয়ে গঠিত। ক্যাবলের মাধ্যমে দুটি ইউনিটের মধ্যে সংযোগ দেয়া হয়। কন্ট্রোল ইউনিটের মধ্যে স্থাপিত ব্যাটারি দ্বারা কন্ট্রোল ইউনিট এবং ব্যালট ইউনিট সচল হয়। এই ব্যাটারির মাধ্যমে একটানা ২৪-৩৬ ঘন্টা একটি ইভিএম চালানো সম্ভব। এছাড়া ব্যাটারি চার্জ করার জন্য প্রতি সেট ইভিএম এর সাথে রয়েছে অ্যাডাপ্টার এবং এর মাধ্যমে মেশিনটি বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমেও পরিচালনা করা যায়। প্রতি সেট ইভিএম এ কন্ট্রোল এবং ব্যালট ইউনিট ছাড়াও রয়েছে একটি করে মনিটর, কন্ট্রোল ইউনিটের প্রিন্টারে ব্যরহারের জন্য থারমাল রোল পেপার এবং সংযোগকারী ক্যাবল। প্রতি বুথের জন্য একসেট করে ইভিএম ব্যবহার করতে হয়।



কন্ট্রোল ইউনিট



ব্যালট ইউনিট

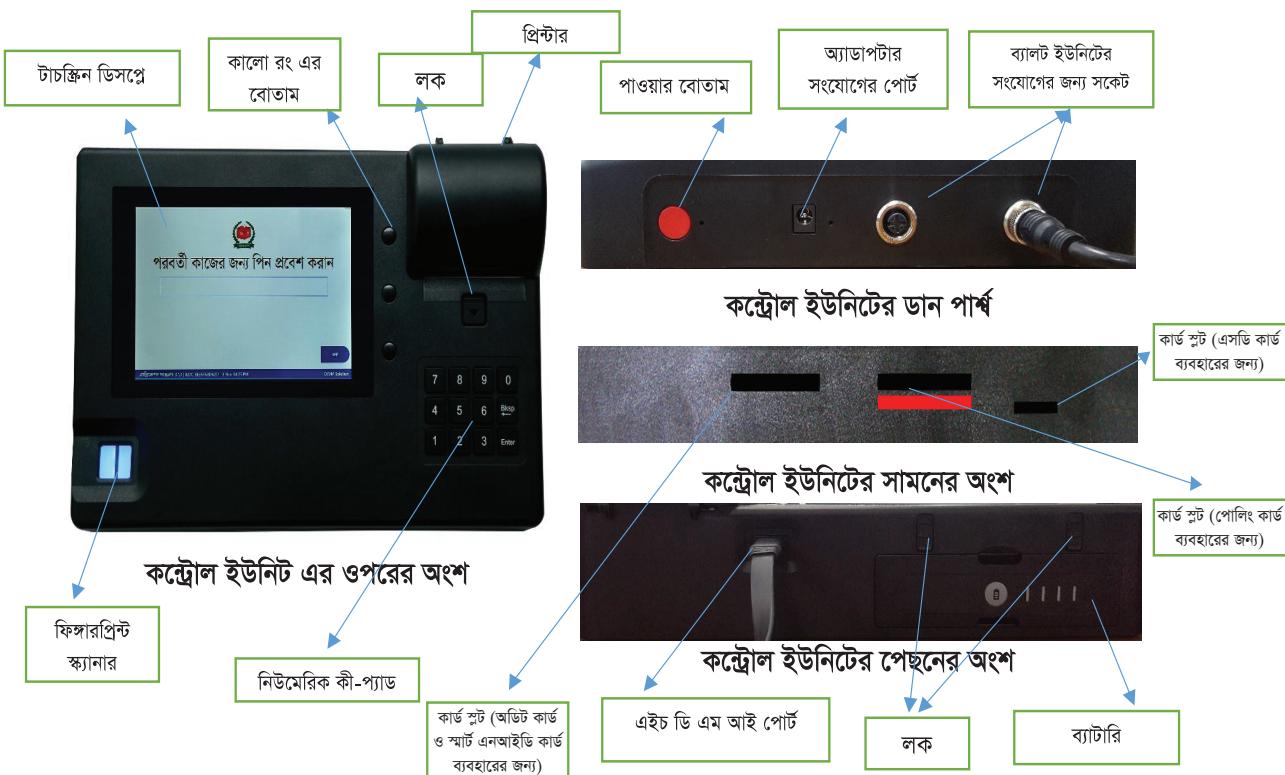
একটি ইভিএম সেট-এ ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি

- (ক) একটি কন্ট্রোল ইউনিট
- (খ) সাধারণত তিনটি ব্যালট ইউনিট
- (গ) একটি অডিট কার্ড (যা প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে কেন্দ্রভিত্তিক একটি করে দেয়া হবে)
- (ঘ) একটি পোলিং কার্ড (যা প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে কক্ষভিত্তিক একটি করে দেয়া হবে)
- (ঙ) একটি এসডি কার্ড (ভোটকেন্দ্রে কন্ট্রোল ইউনিট-এ সীল করা অবস্থায় থাকতে পারে)
- (চ) একটি মনিটর (ডিসপ্লে ইউনিট) এবং ১টি সংযোগকারী এইচ ডি এম আই ক্যাবল ও একটি পাওয়ার কর্ড
- (ছ) একটি অ্যাডাপ্টার (কন্ট্রোল ইউনিট-এর ব্যাটারি চার্জ করার জন্য)
- (জ) সংযোগকারী ক্যাবলসমূহ
- (ঝ) ইভিএম বহনের বাক্স
- (ঝঝ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় ফরম।

৯. ইভিএম-এর ইউনিটসমূহ

কন্ট্রোল ইউনিট:

ইভিএম-এর কন্ট্রোল ইউনিট ভোটার শনাক্তকরণ, ইলেক্ট্রনিক ব্যালট ইস্যু ও ভোট প্রদানের তথ্য সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হয়। কন্ট্রোল ইউনিটটি থাকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের সামনের টেবিলে। একটি কন্ট্রোল ইউনিট এর ওপরের অংশে একটি ফিঙারপ্রিন্ট স্ক্যানার, একটি টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লে, একটি নিউমেরিক কী-প্যাড ও একটি প্রিন্টার যার মধ্যে থারমাল রোল পেপার রয়েছে এবং প্রিন্টারের ঢাকনা খোলা ও বন্ধ করার জন্য একটি লক রয়েছে। টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লের ডান পাশে তিনটি কালো রং এর বোতাম রয়েছে। এই তিনটি বোতাম এবং টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লের সাহায্যে কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে ইভিএম পরিচালনা করা হয়।



কন্ট্রোল ইউনিটের ডান পাশে লাল রং এর একটি পাওয়ার বোতাম রয়েছে যার মাধ্যমে ইভিএম সচল করা হয়। কন্ট্রোল ইউনিটের এর সঙ্গে ব্যালট ইউনিটের সংযোগ স্থাপনের জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের ডান পাশে দুটি সকেট রয়েছে। এছাড়া ব্যাটারী চার্জ করার জন্য অ্যাডাপ্টার সংযোগের একটি পোর্ট রয়েছে।

কন্ট্রোল ইউনিটের সামনের দিকে তিনটি কার্ড স্লট রয়েছে। ছোট স্লটে এসডি কার্ড প্রবেশের জন্য; বাকি বড় দুটি স্লটের মধ্যে ডানদিকের লাল মার্ক করা স্লটে পোলিং কার্ড এবং বামদিকের স্লটে অভিট কার্ড ও প্রয়োজনে স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে ভোটার শনাক্ত করার জন্য ব্যবহার করা যায়।

কন্ট্রোল ইউনিটের পেছনের অংশে অবস্থিত এইচ ডি এম আই পোর্টে ক্যাবল সংযোগ দিয়ে মনিটরকে সচল করা হয়। এই মনিটরের মাধ্যমেই পোলিং এজেন্ট সহ সকলেই ব্যায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে ভোটার যাচাই সহ ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। কন্ট্রোল ইউনিটের এই অংশে ব্যাটারির স্লটে ১২ ভোল্টের একটি ব্যাটারি সংযুক্ত থাকে। ব্যাটারি প্রবেশ/বাহির করার জন্য দুটি লক রয়েছে।

ব্যালট ইউনিট:

ব্যালট ইউনিট ভোট প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যালট ইউনিট থাকে গোপন কক্ষ বা বুথের ভেতরে। উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিটি ইভিএম সেটে সাধারণত ৩টি ব্যালট ইউনিট থাকে। প্রতিটি পদের জন্য একটি ব্যালট ইউনিট ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি ব্যালট ইউনিটের বামে একটি ইনপুট পোর্ট এবং ডানে আউটপুট পোর্ট রয়েছে। এছাড়া ব্যালট ইউনিটের উপরে একটি ডিসপ্লে রয়েছে ১০ জন (সর্বোচ্চ) প্রার্থীর নাম ও প্রতীক ধনর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি নাম ও প্রতীকের ডান পাশে প্রতীক নির্ধারণের জন্য সাদা (Milky White) রঙের সিলেক্ট বাটন রয়েছে এবং ডিসপ্লেটির নিচে সবুজ রঙের কনফার্ম বাটন (ভোট নিশ্চিত করার জন্য) এবং লাল রঙের ক্যানসেল বাটন রয়েছে। এছাড়াও ডিসপ্লেটির নিচে একটি স্পিকার রয়েছে। উল্লেখ্য যে, যদি কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১০ জনের অধিক হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত পদের জন্য অতিরিক্ত একটি ব্যালট ইউনিট সরবরাহ করা হবে। উক্ত ব্যালট ইউনিটটি সংযোগকারী ক্যাবল দ্বারা উক্ত পদের প্রথম ব্যালট ইউনিটের পাশে সংযুক্ত করা হয়। শুধুমাত্র ভোটার কর্তৃক কোন পদে ভোট প্রদান না করার জন্য লাল রঙের ক্যানসেল বাটনটি ব্যবহৃত হবে।



অডিট কার্ড:

অডিট কার্ড ইভিএম কার্যকর করা (Operational) এবং ভোট গ্রহণ শেষে ভোটকেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশের কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রতিটি ইভিএম-এর জন্য কেন্দ্রভিত্তিক একটি করে অডিট কার্ড থাকবে। অডিট কার্ডের উপরে নির্ধারিত উপজেলা পরিষদের নাম ও ভোট কেন্দ্রের নাম মুদ্রিত থাকবে। অডিট কার্ডে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাগণের তথ্য থাকবে। ইভিএম সচল করার জন্য ভোট গ্রহণের দিন প্রিজাইডিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণের সহায়তায় কক্ষভিত্তিক মেশিনের জন্য অডিট কার্ডটি ব্যবহার করবেন। ভোট গ্রহণ শেষে কক্ষভিত্তিক ফলাফল গননার জন্য অডিট কার্ডটি কন্ট্রোল ইউনিটের সংশ্লিষ্ট স্লটে ঢুকিয়ে রাখতে হবে। এছাড়াও কেন্দ্রের সামষ্টিক ফলাফল প্রাপ্তির জন্য একটি কন্ট্রোল ইউনিট পুনরায় চালু করে অডিট কার্ডটি স্লটে প্রবেশ করে পিন নম্বর প্রবেশ করালে কেন্দ্রের সম্মিলিত ফলাফল পাওয়া যাবে।



পোলিং কার্ড:

প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রতিটি ইভিএম এর জন্য একটি করে পোলিং কার্ড থাকবে যা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রদান করবেন। পেলিং কার্ডের উপরে ভোট কেন্দ্রের নাম এবং কক্ষের নাম্বার মুদ্রিত থাকবে। ইভিএম ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পর ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করার লক্ষ্যে পোলিং কার্ডটি কন্ট্রোল ইউনিটের কার্ড স্লটে প্রবেশ করাতে হবে। প্রতিটি পোলিং কার্ডে সংশ্লিষ্ট কক্ষের নির্ধারিত ভোটারের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে এবং মেশিনকে ভোট গ্রহণের উপযোগী করবে। ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পর প্রদত্ত ভোটের সকল তথ্য কন্ট্রোল ইউনিটের মেমোরি ছাড়াও এই পোলিং কার্ড এ সংরক্ষিত থাকবে।



এস ডি কার্ড:

প্রতিটি ইভিএম কন্ট্রোল ইউনিটের জন্য একটি করে এসডি কার্ড (তথ্য ধারণের জন্য ব্যবহৃত মেমোরি কার্ড) মেশিনের কার্ড স্লটে থাকবে। এসডি কার্ডে সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের ভোটারদের বায়োমেট্রিকসহ ভোটার তালিকার তথ্য, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরদের তথ্য এবং ভাটকেন্দ্রের সকল তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কেন্দ্রভিত্তিক সকল তথ্য এসডি কার্ডে কাস্টমাইজ করা থাকবে।



মনিটর (ডিসপ্লে ইউনিট):

ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রতি সেট ইভিএম এর জন্য একটি করে মনিটর(ডিসপ্লে ইউনিট) রয়েছে। কন্ট্রোল ইউনিটের এইচ ডি এম আই পোর্টে ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে মনিটরটিকে কন্ট্রোল ইউনিটের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এর ফলে কন্ট্রোল ইউনিটের ডিমপ্লেতে প্রদর্শিত তথ্যসমূহ মনিটরের মাধ্যমে পর্দায় প্রদর্শিত হবে। ইলেক্ট্রনিক্যালি ভোটার শনাক্তকরণ ও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া পোলিং এজেন্ট সহ সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা অবলোকন করতে পারবেন। বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে বা পাওয়ার ব্যাংক/ব্যাটারি মাধ্যমে মনিটরটি চালানো সম্ভব। ব্যাটারির দুটি পোর্ট-এর একটি পাওয়ার কর্ড যা বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের জন্য এবং অন্য পোর্ট হতে আউটপুট পিন যা মনিটরে সংযোগ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে পাওয়ার কর্ডটি সংযুক্ত থাকলে ব্যাটারিটি সংয়োগিতাবে চার্জ হতে থাকে। ব্যাটারি চালিত মনিটর সর্বোচ্চ ১০ ঘন্টা ব্যাকাপ দিতে পারে।



মনিটর



ক্যাবল



মনিটরের ব্যাটারি

ক্যাবল:

প্রতিটি ইভিএম এর সাথে সাধারণত তিনটি ক্যাবল থাকবে। এরমধ্যে প্রায় ৫মিটার লম্বা ১টি বড় ও প্রায় ১ মিটার লম্বা দুইটি ছোট ক্যাবল থাকবে। বড় ক্যাবল এর মাধ্যমে কন্ট্রোল ইউনিটের সাথে ১ম ব্যালট ইউনিট সংযোগ দেয়া হয় যাতে সহজেই ব্যালট ইউনিটসমূহ গোপন কক্ষে স্থাপন করা যায়। ছোট ক্যাবল দিয়ে অবশিষ্ট ব্যালট ইউনিটসমূহ সংযোগ দেয়া হয়। কোন একটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১০ এর অধিক হলে নতুন একটি ব্যালট ইউনিট সরবরাহ করা হবে। উক্ত ব্যালট ইউনিট সংযোগের জন্য অতিরিক্ত ক্যাবল সরবরাহ করা হবে।



ইভিএম নিরাপত্তা বাক্স:

বর্তমানে কাগজের কার্টন বক্সে ফোম সহকারে সুরক্ষিত ভাবে ইভিএম বহন করা হয়। তবে একটি ইভিএম ইউনিট ও আনুষঙ্গিক মালামালসমূহ সহজে পরিবহন এবং ভোটকেন্দ্রে সুরক্ষিতভাবে প্রেরণের জন্য উন্নতমানের বাক্স ভবিষ্যতে ব্যবহার করা হবে।



ইভিএম বাক্স: কাগজের কার্টন বাক্স



ইভিএম বাক্স: বন্ধ অবস্থায়



ইভিএম বাক্স: খোলা অবস্থায়

১০. ইভিএম কে ভোটগ্রহণ উপযোগিকরণ

ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের জন্য প্রথমে মেশিনটিকে উক্ত কেন্দ্রের ভোট গ্রহণের উপযোগী করতে হবে। নিম্নে ইভিএমকে সচল এবং সক্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দেয়া হলঃ

- ১) কন্ট্রোল ইউনিটের ব্যাটারি স্লটে ব্যাটারি প্রবেশ করিয়ে ধারণকৃত চার্জ নিরীক্ষা করতে হবে। অতঃপর, প্রিন্টারে থারমাল পেপার রোল আছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে।



২) কন্ট্রোল ইউনিটের ডানপাশের ব্যালট সংযোগকারী পোর্টে ৫ মিটার ক্যাবল ব্যবহার করে ব্যালট ইউনিটের বাম পাশের সংযোগ পোর্ট ব্যবহার করে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এরপর প্রথম ব্যালট ইউনিটের ডান পাশের আউটপুট পোর্ট হতে ক্যাবল সংযোগ নিয়ে দ্বিতীয় ব্যালট ইউনিটের বাম পাশের ইনপুট পোর্টে এবং একই ভাবে তৃতীয় ব্যালট ইউনিটসহ যদি আতিরিক্ত ব্যালট ইউনিট প্রয়োজন হয় তা পর্যায়ক্রমে ১ মিটার ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করতে হবে।



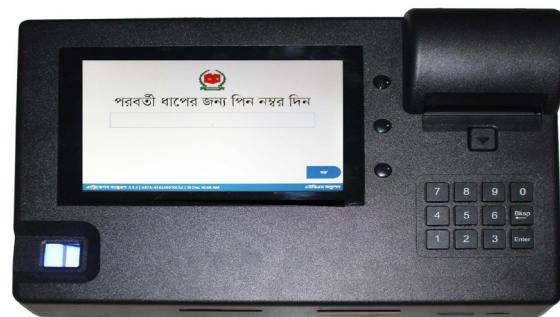
৩) এরপর এসডি কার্ডটি (কানেক্টের নিচের দিকে রেখে) কন্ট্রোল ইউনিটের কার্ড স্লটে প্রবেশ করাতে হবে।



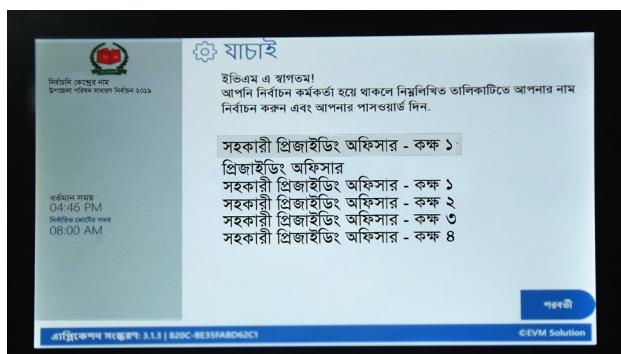
৪) ইভিএম এর কন্ট্রোল ইউনিট সচল করার জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের ডানপাশের লাল বাটনটি ২-৩ সেকেণ্ড চেপে ধরলে বিপ শব্দ শোনা গেলে বাটনটি ছেড়ে দিতে হবে।



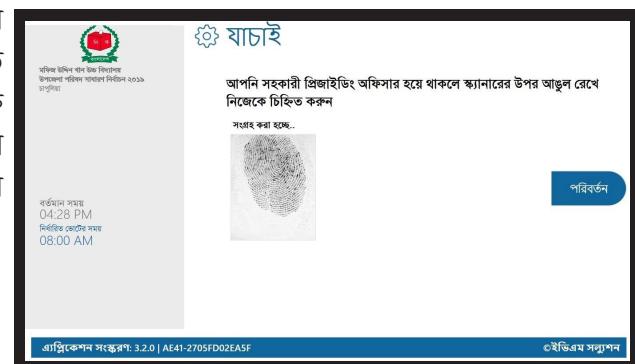
৫) কন্ট্রোল ইউনিট সচল হওয়ার পর স্ক্রিনে পিন প্রদানের জন্য একটি খালি বক্স ভেসে উঠবে। প্রিজাইডিং অফিসার অডিট কার্ডটি (চিপ ও তীর চিহ্ন উপরের দিকে রেখে) বাম পাশের কার্ড স্লটে প্রবেশ করিয়ে পিন বক্সে নির্বাচন কমিশন হতে পূর্বে প্রদত্ত পিন প্রবেশ করাবেন। পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য শুরু বোতাম চাপ দিবেন।



৬) এরপর স্ক্রিনে উক্ত ভোটকেন্দ্রের কক্ষভিত্তিক সহকারী প্রিজাইডিং কর্মকর্তার তালিকা আসবে তালিকা হতে উক্ত কেন্দ্রের কক্ষ নং নির্বাচন করে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার প্রদত্ত প্রথম পাসওয়ার্ডটি প্রবেশ করাবেন। পরবর্তী বোতাম চেপে পরবর্তী ধাপে যেতে হবে।



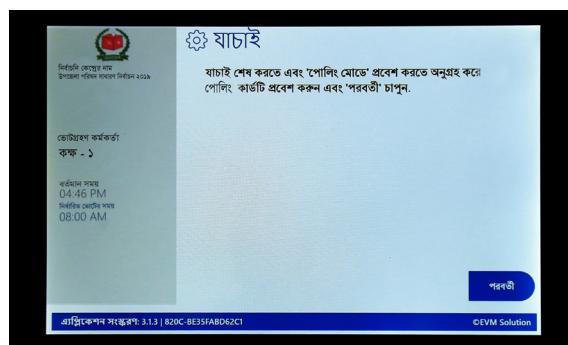
৭) বিশেষ নিরাপত্তা হিসেবে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তার আঙুলের ছাপ প্রদান করবেন যা মেশিন সংরক্ষণ করবে। পরবর্তীতে মেশিন বন্ধ অথবা ফলাফল তৈরি করার জন্য পুনরায় তাঁহার উভ আঙুলের ছাপ প্রদানের প্রয়োজন হবে বিধায় ছাপটি ভালভাবে প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ব্যতীত অন্য কেহ উভ মেশিন চালু অথবা বন্ধ করতে পারবে না।



৮) দায়িত্বরত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উভ কেন্দ্রের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি পদের প্রার্থীদের তালিকা প্রতীক সহ দেখতে পাবেন এবং যাচাই করবেন। প্রার্থীদের তালিকা সঠিক হলে পরবর্তী বোতাম চেপে ব্যালট ইউনিটে প্রার্থীদের নাম ও প্রতিক্রিয় ছবি নিশ্চিত করবেন। এই অবস্থায় মেশিন পোলিং মোডে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে।

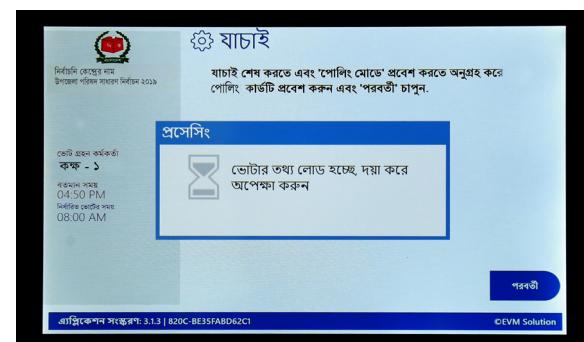


৯) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এমতাবস্থায় লাল মার্ক করা ডান পশের কার্ড স্লটে পোলিং কার্ডটি প্রবেশ করাবেন। এই কার্ড মেশিনকে ভোট গ্রহণের জন্য সচল করবে। এরপর পরবর্তি বাটন চাপুন।

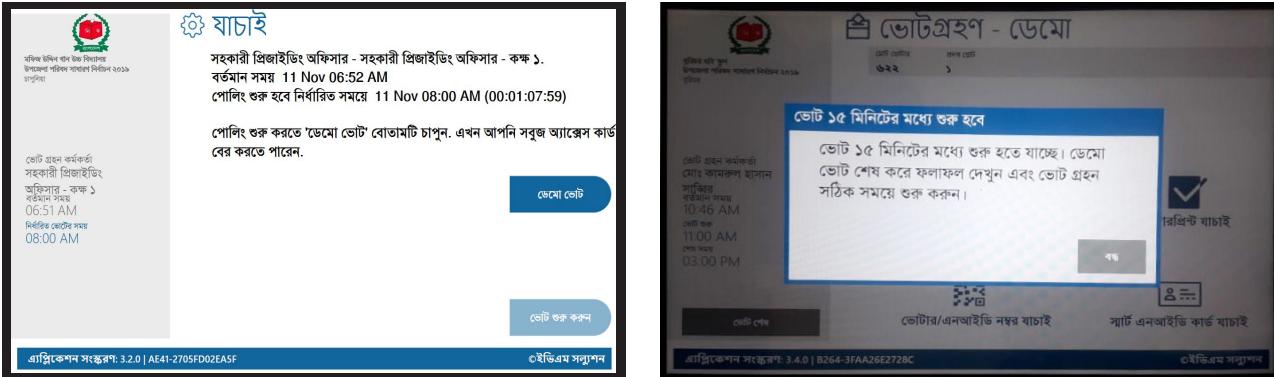


১১) যখনই সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিজের আঙুলের ছাপের মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করবেন তারপরই স্ক্রিনে উভ কক্ষের জন্য নির্ধারিত ভোটার তালিকা দেখতে পাবেন এবং যাচাই করবেন। ভোটার তালিকা সঠিক হলে পরবর্তী বোতাম চেপে পরবর্তী ধাপে যেতে হবে।

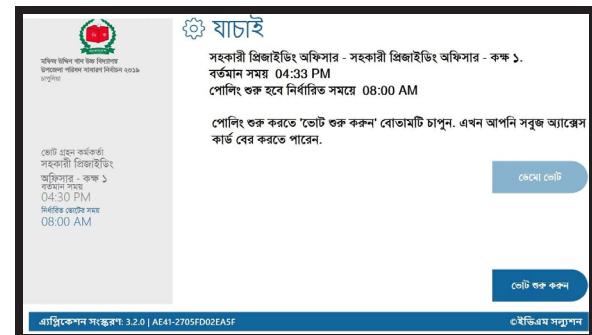
১০) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার পুনরায় তার আঙুলের ছাপ প্রদান করে মেশিনকে পোলিং মোডে নেওয়ার জন্য ভেরিফাই করবেন।



১২) এই ধাপে আসার পর অডিট কার্ডটি বের করে রাখা যেতে পারে। ভোট গ্রহণের দিন ভোট গ্রহণ শুরুর পূর্বে পোলিং এজেন্টদের সময়ে ডেমো ভোটিং করার জন্য “ডেমো ভোট” বোতাম চেপে শুরু করতে হবে। ডেমো ভোটিং এর ভোটার শনাক্তকরণ, ভোট প্রদান এবং গণনা মূল ভোটিং এর মতই হবে। ডেমো ভোট বোতামটি ৭:৪৫ মিনিটে “ভোট ১৫ মিনিটের মধ্যে শুরু হবে”। “ভোট ১৫ মিনিটের মধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে। ডেমো ভোট শেষ করে ফলাফল দেখুন এবং ভোট গ্রহণ সঠিক সময়ে শুরু করুন” মেসেজ দিয়ে নিম্নর হয়ে যাবে। তাই এর পূর্বেই ডেমো ভোটের ফলাফল প্রিন্ট করে পোলিং এজেন্টগণকে প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের স্বাক্ষর নিতে হবে। এরপর মেশিনটিতে মূল ভোট শুরু করার জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের বামদিকে “পুনরায় শুরু” বাটন চাপতে হবে। ঠিক সকাল আট ঘটিকায় মেশিনের ভোট শুরু বোতামটি সক্রিয় হবে এবং ডেমো ভোটিং এর সকল তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যাবে।



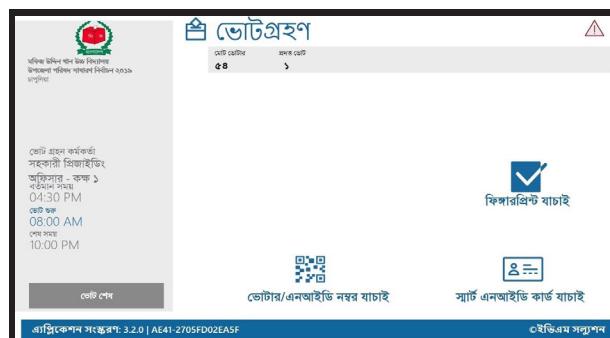
১৩) ভোট গ্রহণের দিন নির্দিষ্ট সময়ে (সকাল ৮:০০ টায়) ভোট শুরু করার জন্য “ভোট শুরু” বোতাম চাপতে হবে। এই মেশিনে যে ইতিমধ্যে ভোট গ্রহণ করা হয়নি তার সত্যতা স্বীকৃত একটি শৃঙ্খলা প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুদ্রণ হবে। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিবেদনটি উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের প্রদর্শন করবেন এবং এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ করে সংরক্ষণ করবেন। অতঃপর ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ শুরু করা হবে।



১১. ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটার শনাক্তকরণ

ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে বায়োম্যাট্রিক্যালি সঠিক ভোটার কে শনাক্ত করা হয়। শনাক্ত করার পর ভোটারকে ভোট প্রদানের জন্য ইলেক্ট্রনিক ব্যালট প্রদান করা হয়। নিম্নে ভোটগ্রহণের জন্য ভোটার শনাক্ত করার পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

ভোটারকে ইলেক্ট্রনিক ব্যালট প্রদানের পূর্বে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ৩টি উপায়ে ভোটার শনাক্ত করতে পারবেন। যথা-
১. ফিঙ্গার প্রিন্ট যাচাই, ২. ভোটার/এনআইডি নম্বর যাচাই, ৩. স্মার্ট এনআইডি কার্ড যাচাই। উপরোক্ত যে কোন ১টি পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক ভোটার শনাক্ত করে ইলেক্ট্রনিক ব্যালট ইস্যু করা হয়।



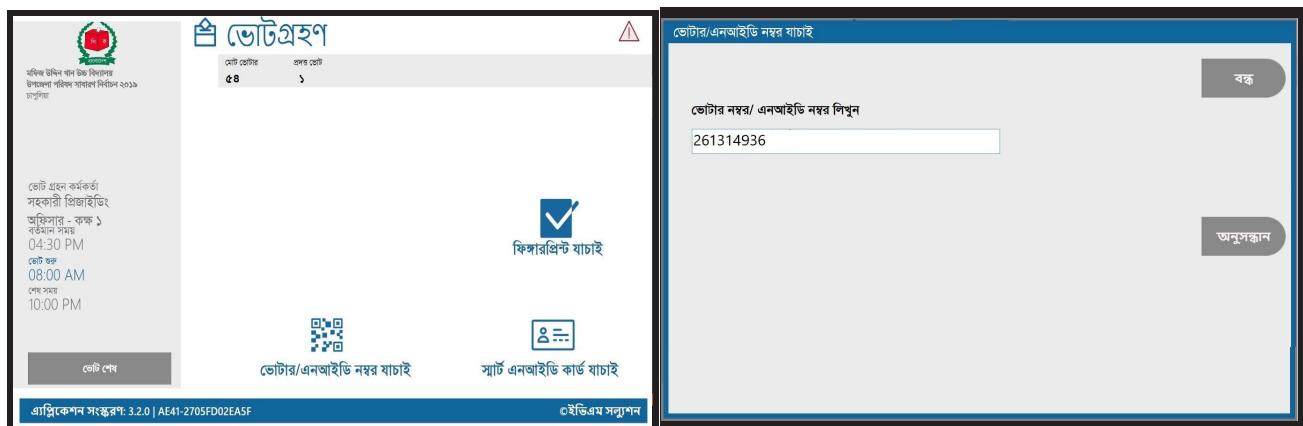
১) ফিঙারপ্রিন্ট যাচাই:

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ক্লিনে প্রদর্শিত “ফিঙারপ্রিন্ট যাচাই” এর উপর টাচ করে ভোটারের ফিঙার প্রিন্ট গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে দু'হাতের বৃন্দাঙ্গুল ও তর্জনী এর যেকোন একটি ফিঙারপ্রিন্ট এর মাধ্যমে ভোটারকে শনাক্ত করার চেষ্টা করবেন।



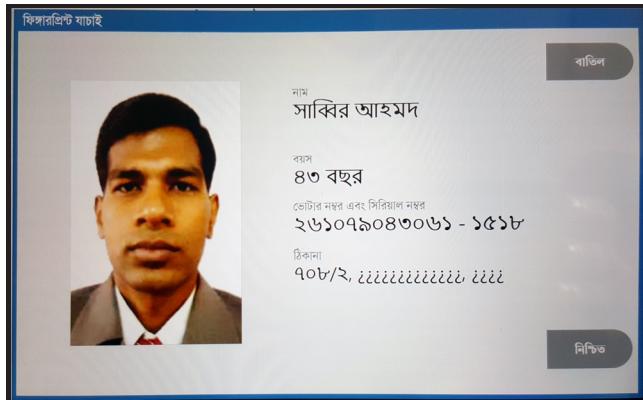
২) ভোটার/এনআইডি নম্বর যাচাই:

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ক্লিনে প্রদর্শিত “ভোটার/এনআইডি নম্বর যাচাই” এর উপর টাচ করবেন। ক্লিনে ভোটার নম্বর/এনআইডি নম্বরের জন্য একটি বক্স ভেসে উঠবে। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিউমেরিক কী-বোর্ড ব্যবহার করে ভোটারের নিকট হতে এনআইডি নম্বর/ভোটার নম্বর সংগ্রহ করে টাইপ করে “অনুসন্ধান” বাটন প্রেস করলে উক্ত ভোটারের তথ্য ক্লিনে দেখা যাবে। এরপর ভোটার ফিঙার প্রিন্ট প্রদান করবেন এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে ইলেক্ট্রনিক ব্যালট ইস্যু করবেন।



৩) স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই:

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোটারের স্মার্ট কার্ডটি সঠিক ভাবে কার্ড স্লটে প্রবেশ করার পর “স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই” এর উপর টাচ করবেন। কন্ট্রোল ইউনিট উক্ত কার্ড হতে ডাটা পড়ে ভোটারের তথ্য স্ক্রিনে দেখাবে। তারপর ভোটার ফিঙ্গার প্রিন্ট প্রদান করবেন এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে ইলেক্ট্রনিক ব্যালট ইস্যু করবেন।

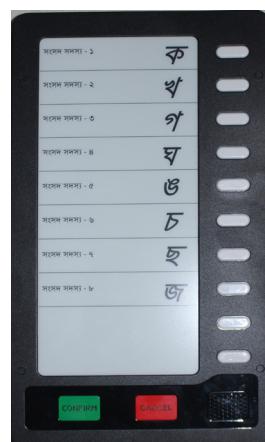
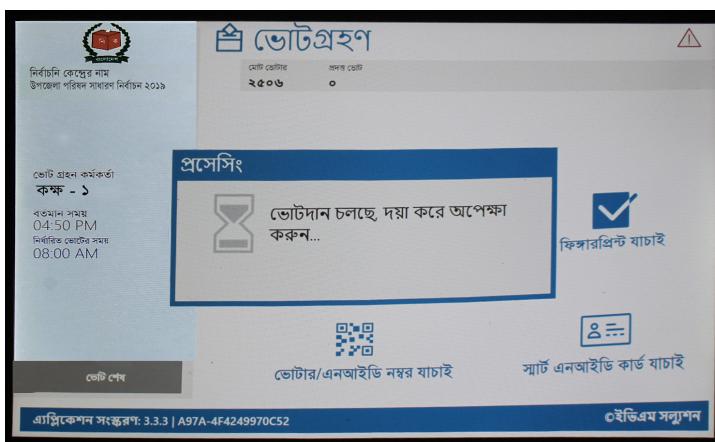


সকল ক্ষেত্রেই ভোটার শনাক্ত হওয়ার পর কন্ট্রোল ইউনিটের স্ক্রিন এবং মনিটরের স্ক্রিনে ভোটারের পূর্ণ তথ্য দেখা যাবে। এভাবে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত হবেন এবং নিশ্চিত বাটন চেপে ইলেক্ট্রনিক ব্যালট ইস্যু করবেন।

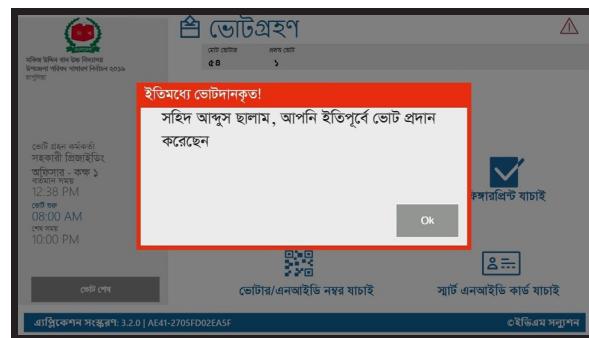
ভোটারের স্মার্ট জাতীয় পরিচয় পত্রের মাধ্যমে ও ভোটার নম্বর বা জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর প্রদানের মাধ্যমে ভোটারকে শনাক্ত করার পর আঙুলের ছাপ ম্যাচিং না হলে (৪ বার চেষ্টা করার পর) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারের ভোটারের জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিজের আঙুলের ছাপ প্রদান করে ব্যালট ইস্যু করে ভোট প্রদানের অনুমতি দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে যে সকল ভোটারের আঙুলের ছাপ ম্যাচিং হবেনা এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার আঙুলের ছাপ দিয়ে ইলেক্ট্রনিক ব্যালট ইস্যু করবেন সেসকল ভোটারের জন্য পৃথক লগ পোলিং কার্ডে সংরক্ষিত হবে।

১২. ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট প্রদান পদ্ধতি

১) ভোট সম্পন্ন করতে ভোটার প্রতিটি ব্যালট ইউনিটে প্রদর্শিত প্রার্থীর প্রতীক ও নামের পাশের সাদা বাটন চাপলে “প্রতীক নিশ্চিত হলে সবুজ বাটন চাপুন” কথাটি শুনতে পাবেন এবং বাটনটিতে আলো জ্বলবে। অতঃপর ভোটার সবুজ (কনফার্ম বাটন) চাপলে “আপনার ভোট সম্পন্ন হয়েছে, ধন্যবাদ” কথাটি শুনতে পাবেন। তবে ভোটার প্রতীক পরিবর্তন করতে চাইলে সেক্ষেত্রে যে প্রতীকটি পছন্দ তা পুনরায় চাপবেন। এভাবে ভোটার সর্বোচ্চ তিনবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। এভাবে ভোটার পর্যায়ক্রমে তিনটি পদে ভোট প্রদান প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবেন। ভোটারের ভোট প্রদান সম্পন্ন হলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটে “ভোটগ্রহণ সম্পন্ন” মেসেজটি দেখতে পাবেন। যদি ভোটার কোন পদে ভোট প্রদান করতে না চান তাহলে লাল রঙের ক্যানসেল বাটনটি দুইবার চাপতে হবে, তবে একটি পদে নির্বাচন হলে ক্যানসেল বাটনটি কার্যকর থাকবেনা।

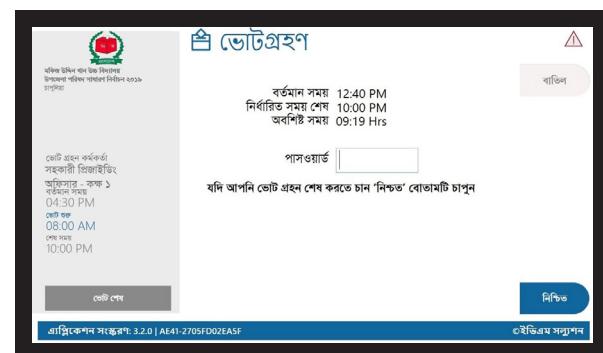


২) যদি কোন ভোটার একাধিকবার ভোট দেয়ার চেষ্টা করে তাহাকে সতর্ক করা হবে যে “XXX” আপনি ইতোমধ্যে ভোট দিয়েছেন”।



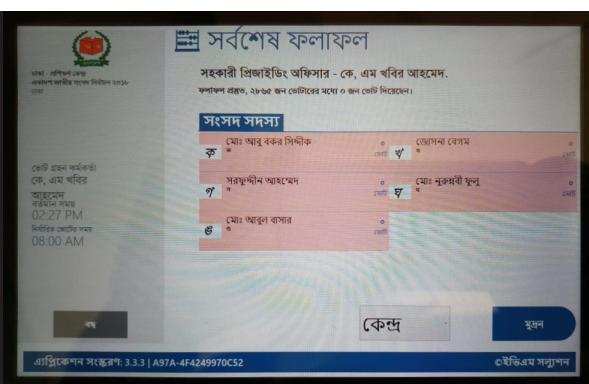
১৩. ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ সমাপ্তকরণ

নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণ কার্যক্রম বন্ধ করতে কন্ট্রোল ইউনিটের নিচের দিকে বাম পাশে “ভোট শেষ” অপশন চাপবেন। উল্লেখ্য যে, বিকাল ৪:০০টার পূর্বে উক্ত বাটনটি অচল অবস্থায় থাকবে যা ঠিক বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় সচল হবে। এরপর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তাঁর ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে দ্বিতীয় পাসওয়ার্ডটি প্রদান করে “নিশ্চিত” বাটন চেপে কক্ষের ভোট গ্রহণ সমাপ্ত করবেন। এভাবে একটি কেন্দ্রের প্রতিটি কক্ষের ভোট গ্রহণ সমাপ্ত করতে হবে। এমতাবস্থায় ব্যালট ইউনিট নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।



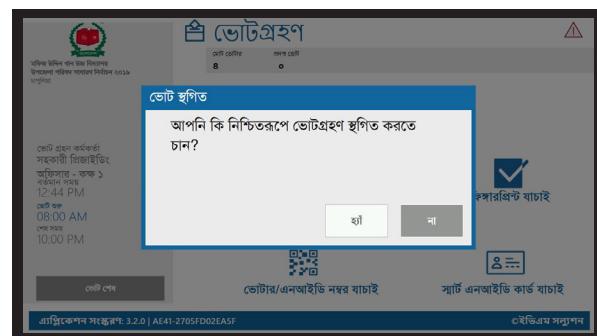
১৪. ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট গণনা

ভোটগ্রহণ সমাপ্ত করার পর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণ কেন্দ্রের সকল কক্ষের ব্যালট ইউনিটের সংযোগ খুলে কন্ট্রোল ইউনিট (পোলিং কার্ড প্রবেশ করানো অবস্থায়) নিয়ে ভোটগণনা কক্ষে যাবেন। অতঃপর ভোট গণনার জন্য প্রিজাইডিং অফিসার পর্যায়ক্রমে কক্ষ ভিত্তিক মেশিনগুলোর অন্য কার্ড স্লটে অডিট কার্ড প্রবেশ করিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট কক্ষের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের আঙুলের ছাপ নিয়ে কক্ষের ফলাফল দেখে মুদ্রণ বাটন চেপে কক্ষভিত্তিক ফলাফলের এক কপি প্রিন্ট করবেন। প্রিন্ট নেয়ার পর বাম পাশের বন্ধ বাটন চেপে মেশিন বন্ধ করবেন। কেন্দ্রের সকল কক্ষের ইভিএম হতে ভোট গণনার সময় প্রতিটি কক্ষের ফলাফল অডিট কার্ডের মধ্যে জমা হয়। এর পর যে কোনো একটি কন্ট্রোল ইউনিট পুনরায় চালু করবেন এবং অডিট কার্ড প্রবেশ করিয়ে পিন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রিজাইডিং অফিসারের ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রদান করলে কেন্দ্রের সামষ্টিক ফলাফল দেখা যাবে। অতঃপর কন্ট্রোল ইউনিটের ডানদিকে নিচের মুদ্রণ বাটনের মাধ্যমে কেন্দ্রের সামষ্টিক ফলাফল মুদ্রণ করবেন। এভাবে মেশিন হতে একাধিক প্রিন্ট নেয়া সম্ভব এবং ফলাফলের প্রিন্ট নেয়ার পর বামপাশের বন্ধ বাটনে চেপে মেশিন বন্ধ করতে হবে।



১৫. ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট কেন্দ্র স্থগিতকরণ

অনিবার্য কারণে কেন্দ্রের ভোট স্থগিত করার জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের স্ক্রিনের উপরের ডান কর্ণারে একটি ত্রিভুজ আকৃতির বক্স আছে। উক্ত বক্সে ক্লিক করলে স্ক্রিনে “আপনি কি নিশ্চিতভাবে ভোটগ্রহণ স্থগিত করতে চান?” মেসেজ প্রদর্শিত হবে। নিশ্চিত হলে “হ্যাঁ” অপশনে স্পর্শ করতে হবে তারাপর অডিট কার্ড প্রবেশ করিয়ে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তাহার আঙুলের ছাপ প্রদান করে এবং দ্বিতীয় পাসওয়ার্ড প্রদান করে ভোটকেন্দ্র স্থগিত করবেন। ভোট স্থগিত করলে ঐ মেশিনে আর ভোটগ্রহণ করা যাবেন। তবে সাময়িক ভাবে ভোটগ্রহণ বন্ধ করার প্রয়োজন হলে শুধু পোলিং কার্ডটি খুলো রাখলে চলবে এবং পুনরায় ভোট চালু করার জন্য অডিট কার্ড ও পোলিং কার্ড প্রবেশ করিয়ে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের আঙুলের ছাপ প্রদান করতে হবে।



১৬. সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার পরিবর্তন :

ভোটগ্রহণ চলাকালীন অনিবার্য কারণবশত যদি সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত কক্ষের কন্ট্রোল ইউনিটের পোলিং কার্ড খুললে “কার্ড সরানো হয়েছে! পুনরায় শুরু করতে সবুজ এবং লাল এক্সেস কার্ড প্রবেশ করান” মেসেজ প্রদর্শিত হলে পুনরায় অডিট এবং পোলিং কার্ড প্রবেশ করিয়ে স্ক্রিনে প্রদর্শিত বন্ধ অপশনে স্পর্শ করলে স্ক্রিনে পরিবর্তন অপশন প্রদর্শিত হবে। পরিবর্তন বোতামে চাপ দিলে নির্ধারিত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের তালিকা হতে নতুন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম নির্ধারণ করে পাসওয়ার্ড প্রদান করবে এবং নির্ধারিত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তার আঙুলের ছাপ প্রদান করবে।



১৭. ইভিএম পরিচালনাকালে উদ্ভূত সাধারণ সমস্যাবলী এবং সমাধান

১। সমস্যাঃ কন্ট্রোল ইউনিট চালু হওয়ার পর ফিঙারপ্রিন্ট স্ক্যানারের নীল আলো জ্বলে না।

সমাধানঃ ফিঙারপ্রিন্ট স্ক্যানারটি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য প্রথমেই যেকোন আঙুল ওই রিডার এর উপর চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে আলো না জ্বলা পর্যন্ত। ১০-২০ সেকেন্ড এর মাঝেই রিডারটি প্রস্তুত হয়ে যাবে। এরপরেও স্ক্যানারটি সচল না হলে কন্ট্রোল ইউনিটটি বন্ধ করে পুনরায় চালু করতে হবে।

২। সমস্যাঃ কন্ট্রোল ইউনিট চালু হওয়ার পর স্ক্রিনে পিন প্রদানের জন্য বক্স উঠে। অডিট কার্ড প্রবেশ ব্যতীত প্রিজাইডিং অফিসার তাহার পিন প্রবেশ করিয়ে শুরু বোতাম চাপলে কন্ট্রোল ইউনিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

সমাধানঃ কন্ট্রোল ইউনিট পুনরায় চালু করে প্রিজাইডিং অফিসার পিন প্রবেশ করার পূর্বে অবশ্যই স্মার্টকার্ড স্লটে অডিট কার্ড প্রবেশ করিয়ে পিন প্রদান করবেন এবং শুরু বোতাম চাপবেন।

৩। সমস্যাঃ কন্ট্রোল ইউনিটের স্ক্রিনে যদি “মুদ্রণ হচ্ছে, দয়া করে অপেক্ষা করুন” মেসেজটি অধিক সময় প্রদর্শিত হয় কিন্তু মুদ্রণ বন্ধ থাকে।

সমাধানঃ প্রিন্টার এর পেপার অডিট ট্রেইলে থারমাল পেপার রোল আছে কিনা এবং সঠিকভাবে প্রবেশ করা হয়েছে কিনা নিশ্চিত হয়ে ঢাকনাটি ভালভাবে বন্ধ করে দিতে হবে।

৪। সমস্যাঃ ভোটগ্রহণ চলাকালীন কন্ট্রোল ইউনিট “ব্যালট সংযোগ বিচ্ছিন্ন! দয়া করে সংযোগ পরীক্ষা করুন এবং আবার চেষ্টা করুন” এরপ মেসেজ প্রদর্শিত হলে।

সমাধানঃ ব্যালট ইউনিটের সকল সংযোগ পরীক্ষাপূর্বক পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, কন্ট্রোল ইউনিটের সংযোগটিও বিচ্ছিন্ন করে পুণঃসংযোগ করতে হবে।

৫। সমস্যাঃ ভোটগ্রহণ চলাকালীন সময়ে কন্ট্রোল ইউনিট হতে পোলিং কার্ড খুলে গেলে “কার্ড সরানো হয়েছে! পুনরায় শুরু করতে সবুজ এবং লাল এক্সেস কার্ড প্রবেশ করান” মেসেজ প্রদর্শিত হলে।

সমাধানঃ প্রিজাইডিং অফিসারের সাহায্য নিয়ে অডিট কার্ড এবং পোলিং কার্ড পুনরায় স্মার্টকার্ড স্লটে প্রবেশ করিয়ে স্ক্রিনে প্রদর্শিত বন্ধ লেখার উপরে স্পর্শ করতে হবে এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার আঙুলের ছাপ প্রদান করে নিজেকে চিহ্নিত করবে।

৬। সমস্যাঃ ভোটগ্রহণ চলাকালীন ভুলক্রমে স্ক্রিনে ভোট শেষ অপশনে চাপ পড়লে।

সমাধানঃ এরপ সমস্যার সম্মুখীন হলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তাহার আঙুলের ছাপ প্রদান করার পরে স্ক্রিনে “যদি আপনি ভোট গ্রহণ শেষ করতে চান নিশ্চিত বোতামটি চাপুন” মেসেজ প্রদর্শিত হলে নিশ্চিত বোতাম না চেপে বাতিল বোতাম চাপলে পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসবে।

৭। সমস্যাঃ কন্ট্রোল ইউনিট চালু করার পরে স্ক্রিন ঘুরে গেলে।

সমাধানঃ কন্ট্রোল ইউনিটের পাওয়ার বোতাম চেপে বন্ধ করে মনিটর সংযোগ খুলে পুনরায় চালু করতে হবে। কন্ট্রোল ইউনিট চালু হওয়ার পরে মনিটর সংযোগ দিতে হবে।

৮। সমস্যাঃ ভোটার ভোট সম্পন্ন না করে চলে গেলে।

সমাধানঃ ভোটার যেন ভোট সম্পন্ন করে ভোটকক্ষ থেকে বের হয় সেদিকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের লক্ষ রাখতে হবে। যদি ভোটার ভোট সম্পন্ন না করে ভোটকক্ষ থেকে চলে যায় সে ক্ষেত্রে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তা প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করবেন। প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিক সিলেক্ট করা (সাদা বাটন চাপদেয়া অবস্থায়) থাকলে সবুজ বাটনে এবং সিলেক্ট করা না থাকলে লাল বাটনে (ক্যানসেল) চাপ দিয়ে সংশ্লিষ্ট ভোটারের ভোট প্রদান সমাপ্ত করে পরবর্তী ভোটারের ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

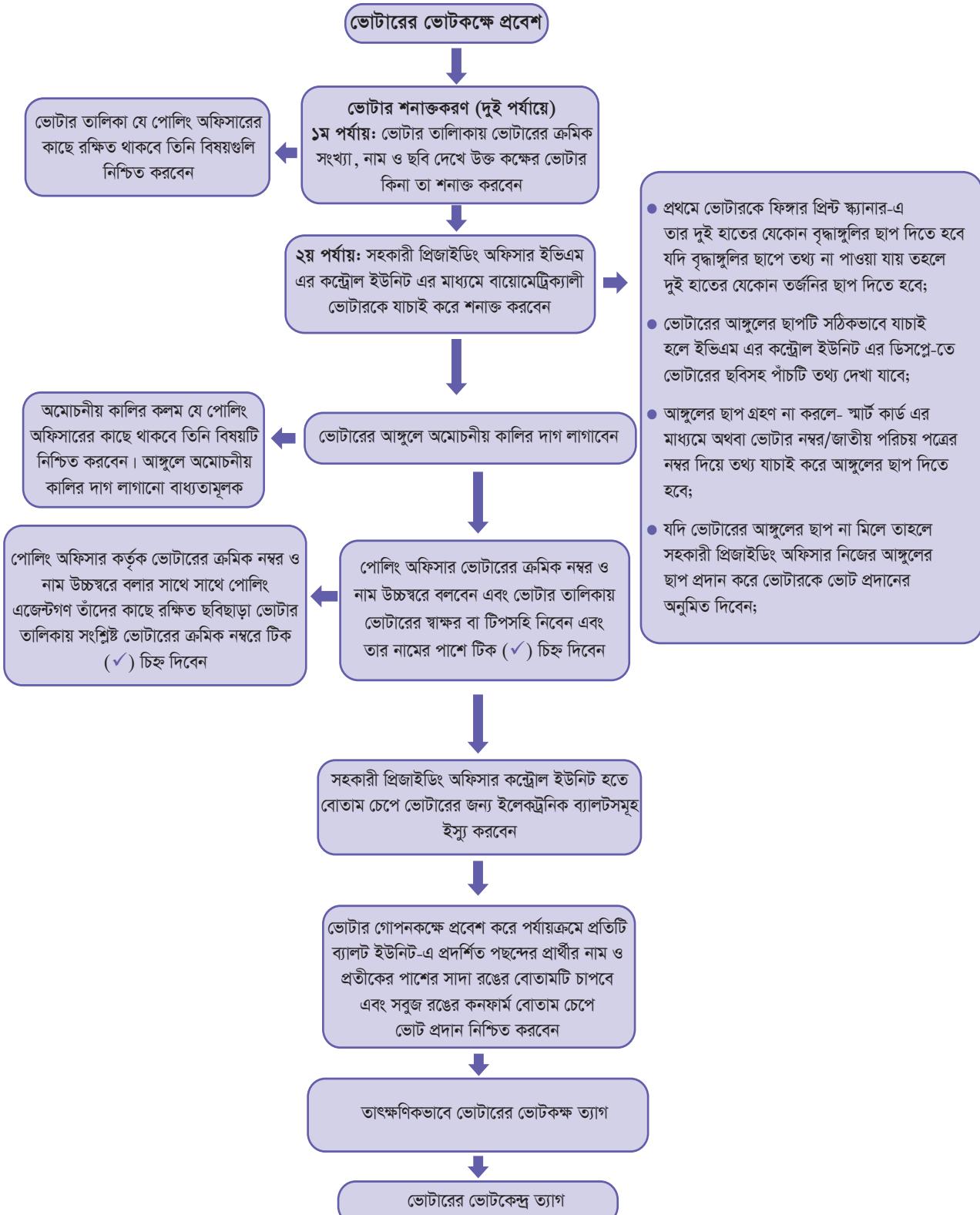
১৮. ইভিএম ব্যবহারে সচেতনতামূলক সতর্কবাণী:

- ১। ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন।
- ২। সরাসরি সূর্যের আলো হতে দূরে রাখুন।
- ৩। ব্যাটারি লাগাবো এবং খোলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন।
- ৪। ব্যবহার শেষে কন্ট্রোল ইউনিট হতে ব্যাটারি খুলে রাখুন।
- ৫। প্রিন্টার খোলার জন্য নিচের কালো বোতাম ব্যবহার করুন এবং সাবধানতার সাথে লাগান।
- ৬। স্ক্রিনে অতিরিক্ত চাপ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।
- ৭। ব্যালট সংযোগ ক্যাবল সাবধানতার সাথে সংযোগ করুন।
- ৮। সাবধানার সাথে আঙুলের ছাপ প্রদান করুন।
- ৯। কন্ট্রোল ইউনিট এবং ব্যালট ইউনিট এর বোতাম সাবধানতার সাথে ব্যবহার করুন।
- ১০। পিন প্রবেশ করানোর সময় সাবধানতার সাথে নির্ভূলভাবে পিন প্রবেশ করুন।
- ১১। ইভিএম চার্জার জন্য নির্দিষ্ট চার্জার ব্যবহার করুন।
- ১২। ইভিএম বহনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন।

পরিচেদ ৩- ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া

১৯. ভোটদান প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

ভোটদান প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হলো:



ভোট প্রদানে অনুসরণীয় নিয়মাবলী

ভোটকক্ষে ভোটারকে নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হলে ভোটথ্রহণ কর্মকর্তাদেরকে যে সকল নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে নিম্নে তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো :

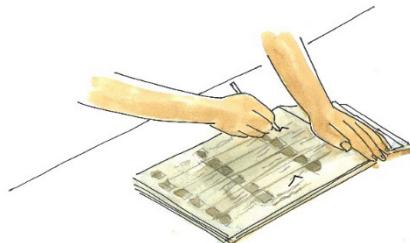
- ভোটার তালিকায় নাম আছে এমন প্রত্যেক ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ভোট দিতে হবে। একজন ভোটারের পক্ষে অন্য কাউকে ভোট দেবার জন্য অনুমতি দেয়া যাবে না;
- প্রত্যেক ভোটারকে ব্যালট ইউনিটের মাধ্যমে গোপন কক্ষে গোপনীয়ভাবে ভোট প্রদান করতে হবে;
- কোনক্রমেই একাধিক ভোটার একই সময়ে গোপন কক্ষে প্রবেশ বা অবস্থান করতে পারবেন না। তবে কোনো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা শারীরিক প্রতিবন্ধী ভোটারকে সাহায্যকারীর উপস্থিতির বিষয়টি ব্যতিক্রম;
- কোনো ভোটারের ভোটদান সম্পন্ন হলে তাঁকে সাথে সাথে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করতে হবে।

ভোটার শনাক্তকরণ (১ম পোলিং অফিসার এর করণীয়):

- ভোটারকে তাঁদের ভোটার স্লিপ (যদি থাকে) প্রদর্শন বা ভোটার ক্রমিক নম্বর বলার জন্য অনুরোধ করবেন;
- কোনো ভোটার ভোটকক্ষে প্রবেশের পর প্রথমেই তাঁর পরিচয় নেয়া এবং এ কক্ষের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ভোটার তালিকায় ভোটারের ছবির সাথে সংশ্লিষ্ট ভোটারের চেহারা মিলিয়ে দেখবেন এবং ক্রমিক নম্বর যাচাই করবেন;
- ইভিএমের কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক্যালি যাচাইয়ের জন্য ভোটারকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন;
- বায়োমেট্রিক্যালি যাচাই নিশ্চিত হলে এবং ২য় পোলিং অফিসার কর্তৃক হাতের আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগ লাগানো হলে তার কাছে রাষ্ট্রিক ভোটার তালিকায় ভোটারের নাম ও ক্রমিকের পাশে টিক চিহ্ন দিয়ে ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসই গ্রহণ করবেন;
- উচ্চ স্বরে ভোটারের ক্রমিক নম্বর ও নাম উচ্চারণ করবেন, যাতে উপস্থিত পোলিং এজেন্টেরা শুনতে পায় এবং তাঁদের কাছে রাষ্ট্রিক ছবিচাড়া ভোটার তালিকাতে ভোটার ক্রমিক নম্বরে টিক চিহ্ন দিতে পারেন।
- ভোটারকে গোপন কক্ষে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিবেন;
- প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, শারীরিকভাবে অক্ষম, স্তনান সম্বৰা, প্রমুখ ভোটারদের ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুবিধা ও অগ্রাধিকারের বিষয়টি লক্ষ্য রেখে তাদের সহায়তা করবেন;
- ভোটকক্ষে ভোটারের ভিড় সৃষ্টি হতে দিবেন না;



চিত্র: ভোটকক্ষে বাইরে অপেক্ষমাণ ভোটারের লাইন



চিত্র : পোলিং অফিসার কর্তৃক ভোটার তালিকাতে ভোটারের ক্রমিক নম্বর টিক দেয়া

ভোটদানে সহায়তা প্রদান

যদি কোন ভোটার দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী অথবা অন্যভাবে এক্ষর অক্ষম হন যে, তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে ভোটপ্রদান করতে পারবেন না, তা হলে প্রিজাইডিং অফিসার তাকে কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করবেন এবং ভোটার উক্ত সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তির সাহায্যে ভোট প্রদান করতে পারবেন। তবে পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি এজেন্ট, থ্রার্থী বা পর্যবেক্ষক সহায়তাকারী ব্যক্তি হতে পারবেন না। যদি অসমর্থ ব্যক্তি ব্যালট ইউনিটে বাটন চেপে ভোট দিতে অক্ষম হন তবে প্রিজাইডিং অফিসার সহায়তাকারী ব্যক্তিকে ভোটারের ব্যালটটি ভোটারের পছন্দ অনুযায়ী ভোটদানে নির্দেশনা প্রদান করবেন। এছাড়াও প্রিজাইডিং অফিসার যে সকল ভোটারের এমন সহায়তার প্রয়োজন হবে তাঁদের ও তাঁদের সহায়তাকারীর নামের তালিকার রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা শারীরিক প্রতিবন্ধী বা অন্য কোন প্রকারে শারীরিকভাবে অসমর্থ ভোটারের প্রতিবন্ধকতার ধরন চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন এবং তাঁর প্রয়োজন অনুসারে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।

সকল ভোটার যেন ভোটদানে অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার দায়িত্ব। মনে রাখতে হবে যে অন্য সকল সক্ষম ভোটারের মতোই একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও সকল মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে।



চিত্র : দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটার



চিত্র : চলৎশক্তিহীন ভোটার



চিত্র : সন্তান সম্মত ভোটার

ভোটারকে বায়োমেট্রিক্যালি যাচাইপূর্বক শনাক্তকরণে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এর করণীয়:

- ভোটারকে ইভিএম এর কন্ট্রোল ইউনিট-এর মাধ্যমে বায়োমেট্রিক্যালি যাচাই করে শনাক্ত করার জন্য প্রথমে ভোটারকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার-এ তাঁর দুই হাতের যেকোন বৃন্দাঙ্গুলির ছাপ দিতে বলবেন;
- যদি বৃন্দাঙ্গুলির ছাপে তথ্য না পাওয় যায় তাহলে দুই হাতের যেকোন তজনির ছাপ দিতে বলবেন;
- ভোটারের আঙ্গুলের ছাপটি সঠিকভাবে যাচাই হলে ইভিএম এর কন্ট্রোল ইউনিট এর ডিসপ্লে এবং মনিটরের মাধ্যমে বড় স্ক্রিনে ভোটারের ছবিসহ পাঁচটি তথ্য দেখিয়ে ভোটার শনাক্তকরণ নিশ্চিত করবেন;
- আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ না করলে যদি স্মার্ট কার্ড থাকে তবে এর মাধ্যমে তথ্য যাচাই করে আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে ভোটার শনাক্তকরণ নিশ্চিত করবেন ; এছাড়াও ভোটার নম্বর বা জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর দিয়ে তথ্য যাচাই করে আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে ভোটার শনাক্তকরণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রেও যদি কোন ভাবেই ভোটারের আঙ্গুলের ছাপ না মিলে (৪ বার চেষ্টা করার পর) তাহলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিজের আঙ্গুলের ছাপ প্রদান করে ভোটারকে ভোট প্রদানের অনুমতি দিবেন;
- ভোটারের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির দাগ লাগানোর জন্য ২য় পোলিং অফিসারের নিকট পাঠাবেন।

অমোচনীয় কালির দাগ প্রদান (২য় পোলিং অফিসার এর করণীয়):

অমোচনীয় কালির দাগ প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত পোলিং অফিসার নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করবেন:

- ভোটারের হাতের আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগ আছে কি না তা পরীক্ষা করবেন ;
- ভোটারের আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগ দিবেন (আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগ লাগানো বাধ্যতামূলক);
- ভোটারকে ভোটার তালিকায় স্বাক্ষর বা টিপসই দেয়ার জন্য ১ম পোলিং অফিসারের নিকট পাঠাবেন।



চিত্র: ভোটারের আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগ দেয়ার সঠিক
পদ্ধতি



চিত্র: ভোটারের আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগ দেবার ভুল
পদ্ধতি

যাচাই ও অমোচনীয় কালি দেয়ার জন্য করণীয়:

- সাধারণত ভোটারের বাম হাতের বৃন্দাঙুলে অমোচনীয় কালির কলম দিয়ে দাগ দিবেন। দাগটি নখ ও চামড়ার সংযোগস্থলে লাগাতে হবে।
- যদি কোনো ভোটার হাতে অমোচনীয় কালির দাগ নিতে অসূক্তি জানান, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা তাঁকে বুবিয়ে বলবেন যে হাতে অমোচনীয় কালির দাগ না নিলে কেউ ভোট দিতে পারবেন না। এরপরও যদি তিনি রাজী না হন, তাহলে তাঁকে ভোট দিতে দেয়া যাবে না।
- যদি কোনো ভোটারের বাম হাত না থাকে তাহলে তাঁর ডান হাতে উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

যদি... তাহলে কী করতে হবে?

ভোটার তালিকাতে নাম পাওয়া যাচ্ছেনা এমন কোনো ব্যক্তি যদি ভোট দিতে আসেন?

কোনো ভোটকেন্দ্রে যদি এমন কোনো ব্যক্তি ভোট দিতে আসেন যাঁর নাম উক্ত কেন্দ্রের আওতাধীন ভোটার এলাকার ভোটার তালিকাতে পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তিনি সেই ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন না।

ভোটার কি ভুল ভোটকক্ষে এসেছেন?

উক্ত ভোটার অন্য কোন ভোটকক্ষের জন্য নির্ধারিত ভোটার এলাকার ভোটার তালিকাভুক্ত হতে পারেন। তিনি কোন এলাকার ভোটার তালিকায় (নগর, শহর, গ্রাম) নিবন্ধিত হয়েছেন এবং কোন ভোটকক্ষে ভোট দিবেন সে বিষয়ে পরামর্শ দিন।

ইভিএম-এর মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক ব্যালট সরবরাহ (সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এর করণীয়):

- পোলিং অফিসারের কর্তৃক হাতের আঙুলে কালির দাগ লাগানো হলে এবং ভোটার তালিকায় ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসই গ্রহণের পর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিট হতে বোতাম চেপে ভোটারের জন্য ইলেক্ট্রনিক্যালি ব্যালটসমূহ ইস্যু করবেন।
- ভোটারকে গোপন কক্ষে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেয়া

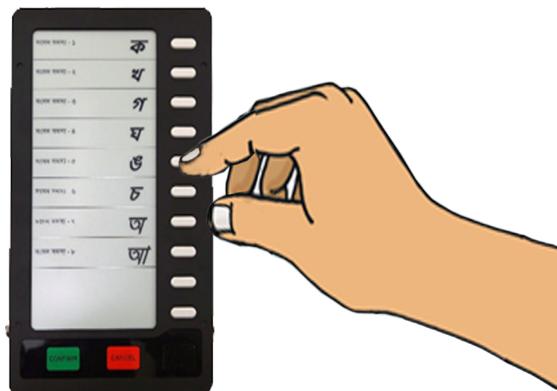
ব্যালট ইউনিট এর মাধ্যমে ভোটারের ভোট প্রদান:

ভোটার

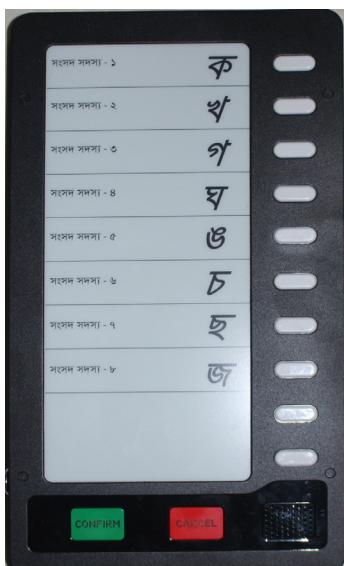
- ভোটদান কক্ষে (গোপন কক্ষ) যাবেন এবং প্রতিটি পদের ইলেকট্রনিক ব্যালট গোপনে চিহ্নিত করবেন;
- ব্যালট ইউনিট এ প্রদর্শিত পছন্দের প্রার্থীর নাম ও প্রতিক্রিয়ের পাশের সাদা বোতামটি চাপবে এবং সবুজ রংয়ের কনফার্ম প্রতিটি পদের বোতাম চেপে ভোট প্রদান নিশ্চিত করবেন।
- ভোটারের ভোটকেন্দ্র ত্যাগ



চিত্র: গোপন কক্ষে ভোটার



চিত্র: ভোটার কর্তৃক ব্যালট চিহ্নিতকরণ



চিত্র: ভোটার কর্তৃক ব্যালট চিহ্নিতকরণের পূর্বে



চিত্র: ভোটার কর্তৃক ব্যালট চিহ্নিতকরণের পরে

- * যদি কোন ভোট তিনটি পদের কোন পদে ভোট না দিতে চান তাহলে এই ব্যালট ইউনিটের লাল রঙের ক্যানসেল বাটন ২ বার চাপবেন।

২০. ভোটগ্রহণ সমাপ্তকরণ

ভোটগ্রহণ বিকেল ৪:০০ টায় শেষ হবে। প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের প্রধান ফটকের সামনে (৩:৪৫ টায়) ঘোষণা করবেন যে, আর ১৫ মিনিটের মধ্যে ভোটগ্রহণ শেষ হবে এবং কেন্দ্রের বাহিবে যদি ভোটার থাকে তবে তাদের ভোটদানের আহবান জানাবেন। ঠিক ৪:০০টার সময় ভোটকেন্দ্রের প্রধান প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিবেন। বিকেল ৪:০০ টার পরে কোনো ভোটার ভোটকেন্দ্রের চৌহদিদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না। যেসকল ভোটার এই সময়ে ভোটকেন্দ্রের ভিতরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবেন তারা ভোট দিতে পারবেন। ভোটকেন্দ্রের ভিতরে লাইনে থাকা সকল ভোটারের ভোটদান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলতে থাকবে। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কেন্দ্রের ভিতরে তাঁর কক্ষের জন্য নির্ধারিত কোন ভোটারের ভোট প্রদান বাকী নেই বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে তাঁর কক্ষের ভোটগ্রহণ সমাপ্ত করবেন।

তিনি ভোট গ্রহণ সমাপ্ত করতে কন্ট্রোল ইউনিট এর নিচের বাম কোনায় “ভোট শেষ” অপশন চাপবেন। তাঁরপর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তাঁর ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে দ্বিতীয় পাসওয়ার্ডটি প্রদান করে “নিশ্চিত” বাটন চেপে কক্ষের ভোট গ্রহণ সমাপ্ত করবেন। এভাবে একটি কেন্দ্রের প্রতিটি কক্ষের ভোট গ্রহণ সমাপ্ত করতে হবে।

২১. ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর

ভোটগ্রহণ সমাপ্ত করার পর ভোটকেন্দ্রের সকল সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তাঁদের কক্ষের ব্যালট ইউনিটসমূহের সংযোগ খুলে কন্ট্রোল ইউনিট (পোলিং কার্ড প্রবেশ করানো অবস্থায়) এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত কক্ষে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট নিয়ে আসবেন। প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার যা আনবেন:

- ✓ ব্যলট ইউনিট সমূহ এবং মনিটরসহ অন্যন্য উপকরণ
- ✓ ভোটারের ছবিসহ চিহ্নিত ভোটার তালিকা
- ✓ অমোচনীয় কালির কলম
- ✓ পূরণকৃত ফরম (যদি থাকে)
- ✓ অন্যান্য উপকরণাদি (বলপেন, স্ট্যাম্প প্যাড ইত্যাদি)।
- সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিশ্চিত করবেন যে, ভোটগ্রহণ সংশ্লিষ্ট কোনো কাগজপত্রাদি ও উপকরণ ভোটকক্ষের কোথাও ফেলে রাখা হয়নি;
- প্রিজাইডিং অফিসার ইভিএম এর কন্ট্রোল ইউনিট সমূহ কক্ষ ভিত্তিক ফরম-২ (সংযুক্তি-৩ এ নমুনা দেয়া আছে) এর সাথে মিলিয়ে যাচাই করবেন;

সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ভোটগ্রহণ শেষে ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ গোছানো ও পরিচ্ছন্নতার কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করবেন এবং কোথাও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কোনো উপকরণ পড়ে নেই তা নিশ্চিত করবেন।

পোলিং অফিসারগণ সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে ইভিএম সমূহ গণনার জন্য নির্ধারিত কক্ষে নিয়ে আসবেন। প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ইভিএম এর কন্ট্রোল ইউনিট হতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অন্যান্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের সহায়তায় ভোট গণনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। ভোট গণনা প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব প্রিজাইডিং অফিসারের উপরে ন্যস্ত। তিনি সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেবেন।

ভোট গণনার সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। গণনা প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত গণনা কক্ষের সকল ব্যক্তি (যদি কারো কাছে থাকে) তাঁদের মোবাইল ফোন প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট জমা রাখবেন এবং গণনা কক্ষ থেকে কেউ বাইরে যেতে পারবেন না।

পরিচেদ ৪- গণনা প্রক্রিয়া ও ফলাফল প্রস্তুত

২২. গণনা প্রক্রিয়া

ভোটগ্রহণ সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই গণনা প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সাথে শুরু করতে হবে এবং গণনা কক্ষে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ভোটকেন্দ্রের নির্বাচনি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গণনা পরিচালিত হবে। ভোট গণনা কেন্দ্রের মধ্যেই করতে হবে। কোন অবস্থাতেই কেন্দ্রের বাইরে ভোট গণনা করা যাবে না। উপস্থিতি প্রার্থী/ নির্বাচনি এজেন্ট/ পোলিং এজেন্টদের সম্মুখেই ভোটগণনা করতে হবে এবং গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপস্থিতি কোন ব্যক্তি গণনাকক্ষ ত্যাগ করতে পারবেন না। এছাড়া গণনা কক্ষের বাইরে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। স্বচ্ছতা ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই যে ভোট গণনা করা হচ্ছে তা প্রিজাইডিং অফিসার নিশ্চিত করবেন।

ভোট গণনার জন্য স্থান প্রস্তুতকরণ

স্বাচ্ছন্দে ও স্বচ্ছভাবে ভোট গণনার জন্য যথোপযুক্ত স্থান (কক্ষ) প্রস্তুত করতে হবে। ভোট গণনার জন্য নির্ধারিত স্থানে পর্যাপ্ত চেয়ার ও টেবিল এর ব্যবস্থা করে গণনার কাজ যাতে সহজেই সম্পাদন করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। টেবিলগুলোকে পাশপাশি রাখতে হবে যাতে সকল নির্বাচনি কর্মকর্তা স্বাচ্ছন্দের সাথে গণনার কাজ চালাতে পারেন।

ভোট গণনার ধাপসমূহ ও ফলাফল প্রস্তুত

প্রিজাইডিং অফিসার প্রথমেই গণনাকক্ষে গণনার জন্য স্থান প্রস্তুত করে গণনা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ এর জন্য নির্ধারিত পোলিং এজেন্ট/ নির্বাচনি এজেন্ট/প্রার্থীদেরকে এবং পর্যবেক্ষকগণকে (যদি থাকে) গণনার কক্ষে আমন্ত্রণ জানাবেন।

“ইভিএম-এর পরিচিতি এবং পরিচালনা পদ্ধতি” তে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী সকল প্রক্রিয়া সম্মত করে কেন্দ্র ফলাফলের অপশন সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ইউনিটের ডানদিকে নিচের মুদ্রণ বাটনের মাধ্যমে কেন্দ্রের সামষ্টিক ফলাফল মুদ্রণ করবেন। মুদ্রণকৃত ফলাফলের কপিতে প্রিজাইডিং অফিসার নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং পোলিং এজেন্টগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন। কেহ স্বাক্ষর প্রদানে অধীক্ষিত জ্ঞাপন করলে তা লিপিবদ্ধ করবেন। মুদ্রিত সামষ্টিক ফলাফল তিনটি পদের “ভোট গণনার বিবরণীর- ফরম-এও, এও-১, এও-২ সাথে দেয়ার জন্য (২ টি করে কপি সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসার এর নিকট হস্তান্তর করার জন্য; এক কপি ভোটকেন্দ্র হতে বিশেষ খামে ডাকযোগে সরাসরি নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রেরণ করার জন্য; একটি কপি অফিস কপি হিসেবে নিজের কাছে রাখার জন্য; একটি কপি প্যাকেট ৭ এ সিলগালা করে অন্যান্য মালামালের সাথে ব্যাগে ভরে জমা দেয়ার জন্য) মোট পাঁচটি কপি মুদ্রণ করবেন।

প্রিজাইডিং অফিসার ইভিএম এর মুদ্রিত কেন্দ্রের ফলাফল হতে কোন প্রার্থী কত ভোট পেয়েছেন তা উল্লেখ করে তিনটি পদের জন্য পর্যায়ক্রমে চেয়ারম্যান পদের জন্য ফরম-এও, ভাইস চেয়ারম্যান পদের জন্য ফরম-এও-১ এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদের জন্য ফরম-এও-২ এ (সংযুক্তি-৫, ৬, ৭ এ নমুনা দেয়া আছে) ভোট গণনার বিবরণী প্রস্তুত করবেন। বিবরণী প্রস্তুতের সময় তিনটি পদের যে সকল পদে ভোটার ভোট প্রদান করেনি ইভিএম-এর মুদ্রিত ফলাফলে তা “প্রার্থী নির্বাচন করেনি” এর হিসেবে পাওয়া যাবে এবং এ সকল ভোটের স্থানক্রমে ফরম-এও, এও-১, এও-২ এর “মোট অবৈধ ভোটের সংখ্যা” এর ঘরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা অঙ্কে ও কথায় লিখে পূরণ করবেন এবং উপস্থিতি পোলিং এজেন্ট/নির্বাচনি এজেন্ট/প্রার্থীগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন। কেহ স্বাক্ষর প্রদানে অধীক্ষিত জ্ঞাপন করলে তা লিপিবদ্ধ করবেন। প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগণনার বিবরণীর নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করে তাঁর নাম পদবীসহ সিল প্রদান করবেন।

ফরম-এও, এও-১, এও-২ (ভোট গণনার বিবরণী) কম্পিউটারে কম্পোজ করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও প্রতীকসহ প্রস্তুত করে নির্ধারিত সংখ্যক কপি প্রিজাইডিং অফিসারকে সরবরাহ করা হবে। ফরম পূরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে কোন প্রকার কাটাকাটি (Over Writing) না হয় এবং ফ্লুইড ব্যবহার না হয়। বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, যেকোন বিবরণী প্রস্তুত বা গুরুত্বপূর্ণ লেখায় ফ্লুইড ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ভোট গণনার বিবরণী ব্যতীত অন্যান্য বিবরণী বা লেখায় ছোটখাট দু’একটি ক্ষেত্রে ভুলক্রটি একটানে কেটে (Strikethrough) অনুস্বাক্ষর করে সংশোধন গ্রহণযোগ্য হতে পারে তবে ভোট গণনার বিবরণীতে বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত ভোট সংখ্যায় কোন কাটাকাটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রিজাইডিং অফিসারকে পদভিত্তিক ভোট গণনার বিবরণীর (ফরম-এও, এও-১, এও-২) অতিরিক্ত সংখ্যক কপি করতে হবে এবং তা হতে প্রত্যেকটির

- ২ টি করে কপি সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসার এর নিকট হস্তান্তর করার জন্য প্রস্তুত করবেন;
- ভোট গণনার বিবরণীর এক কপি অবশ্যই ভোটকেন্দ্রের প্রকাশ্য কোন স্থানে টাঙ্গিয়ে দিবেন;
- ভোট গণনার বিবরণীর এক কপি ভোটকেন্দ্র হতে বিশেষ খামে ডাকযোগে সরাসরি নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রেরণ করবেন;
- একটি কপি অফিস কপি হিসেবে নিজের কাছে রাখবেন;
- একটি কপি প্যাকেট ৭ এ সিলগালা করে অন্যান্য মালামালের সাথে ব্যাগে ভরে জমা দিবেন;
- প্রিজাইডিং অফিসার প্রয়োজন অনুসারে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে ভোট গণনার বিবরণী প্রদান করবেন।

২৩. নির্বাচনি উপকরণাদি প্যাকেটজাতকরণ

ভোট গণনা প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর প্রিজাইডিং অফিসার সকল ফরম ও উপকরণ প্যাকেটজাত করবেন এবং সেগুলোকে রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন।

ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের নিম্নোক্ত ফরমসমূহ (০৭টি ফরম) ব্যবহার করতে হবে:

- ফরম-জ-১: পোলিং এজেন্ট নিয়োগ
- ফরম-জ-২: পোলিং এজেন্টের উপস্থিতির রেকর্ড
- ফরম-২: প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে ইভিএম বুর্বাইয়া দেওয়ার রেকর্ড
- ফরম-৩: ইভিএম এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের প্রত্যয়নপত্র
- ফরম-এও: চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী
- ফরম-এও-১: ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী
- ফরম-এও-২: মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী

প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের ব্যবহারের জন্য ০৩ টি প্যাকেট ও একটি বিশেষ প্যাকেট আছে। বিভিন্ন ফরম ও স্পর্শকাতর উপকরণ নিরাপদে রাখতে এবং সেগুলোকে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে বাক্স, চটের ছোট গানিব্যাগ, ০৩ টি প্যাকেট ব্যবহৃত হবে (নিচে প্রদত্ত তালিকা দ্রষ্টব্য)। ফলাফলের একটি অনুলিপি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে বিশেষ খামতি ব্যবহৃত হবে।

ফরম ও উপকরণসমূহ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে প্যাকেটজাত করতে হবে:

ক্রমিক নং	প্যাকেট	বিষয়
১	প্যাকেট-৯	চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপিসমূহ রাখার জন্য
২	প্যাকেট-৭	ভোট গণনার বিবরণী রাখার জন্য
৩	প্যাকেট-১১	বিবিধ কাগজপত্র রাখার জন্য
৪	বিশেষ খাম	ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোট গণনার বিবরণী প্রেরণ করার জন্য

প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত এসডি কার্ড, অডিট কার্ড ও পোলিং কার্ড একটি প্যাকেটে সিলগালা করবেন এবং উহা অন্যান্য নির্বাচনি মালামালের সাথে ব্যাগে রেখে সিলগালা করবেন। এছাড়া তিনি অন্যান্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের সহায়তায় নির্বাচনি উপকরণসমূহ (ইভিএমসহ আনুমতিক যন্ত্রপাতি, অন্যান্য মালামালসহ ফলাফল) নির্ধারিত বাক্সে/প্যাকেটে রাখবেন এবং যথাযথভাবে

সিলগালা করবেন। অতঃপর সিলগালাকৃত সমন্ত বাক্স/প্যাকেট ও দলিলাদি এবং অন্যান্য উপকরণ প্রাপ্ত চটের ছোট গানিব্যাগ ভর্তি করে তা ব্রাস সিল দিয়ে সিলগালা করে পর্যাপ্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রহরাধীনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সহকারী রিটার্নিং অফিসার/ রিটার্নিং অফিসার এর নিকট হস্তান্তর করবেন। ব্রাস সিলমোহর রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট আলাদাভাবে জমা প্রদান করবেন।

প্রাপ্ত অর্থের হিসাব ও ভাউচার :

ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ প্রস্তুতের জন্য প্রাপ্ত অর্থ, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের সম্মানী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এবং অন্যান্য খাতে প্রাপ্ত/গৃহীত অর্থ ব্যয়ের স্বপক্ষে ০২ (দুই) প্রাপ্ত যথাযথ ভাউচারসহ (সরবরাহকৃত নমুনা মোতাবেক) সম্পূর্ণ অর্থের হিসাব অবশ্যই ভোটগ্রহণ শেষে সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসার এর নিকট জমা দিতে হবে।

পরিচেদ ৫- অভিযোগ, অপরাধ ও দণ্ড

২৪. অভিযোগ

নির্বাচনে আইনানুগ স্বার্থ আছে এমন কোনো ব্যক্তি বা ভোটার, রাজনৈতিক দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট যদি মনে করেন যে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াতে নির্বাচনি আইন, আচরণ বিধি বা কার্যালয়গালি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, তিনি অভিযোগের ধরন অনুসারে নির্বাচন কমিশনে বা ইলেক্টরাল ইনকোয়ারি কমিটি বা রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

সেক্ষেত্রে অবশ্যই অভিযোগকারীকে:

- অভিযোগটি লিখিতভাবে দিতে হবে
- সুনির্দিষ্ট ও বস্তুনির্দিষ্ট হতে হবে
- অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকটই করতে হবে
- অভিযোগের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ থাকলে সেটা সঙ্গে দিতে হবে

স্বাক্ষরবিহীন অভিযোগ গ্রহণ করা যাবেনা এবং প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ যত দ্রুত সম্ভব যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে।

২৫. অপরাধ ও দণ্ড

নির্বাচনের প্রস্তুতি ও নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন যে কোনো কর্মকর্তার সহায়তা গ্রহণ করার অধিকার রাখে। উক্ত অধিকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন); উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩; উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৯; উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬; নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইন ও বিধি দ্বারা সংরক্ষিত।

কোনো ব্যক্তি (ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা সহ) উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮; উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩; উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৯; এবং উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ কোনো ধারা ও বিধি বা অন্য কোনো আইন ও বিধি (নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত বিধিমালাসহ) লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী দণ্ডিত হবেন।

নিম্নোক্ত কার্যাবলী নির্বাচনি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে:

- নির্বাচন কমিশনকে মিথ্যা তথ্য প্রদান করা;
- কোনো ভোটার, নির্বাচনি কর্মকর্তা, প্রার্থীর মর্যাদা হানী করা বা ভীতি প্রদর্শন করা;
- কাউকে নির্বাচনি প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণে বাধাদান;
- ভোটদানে বা গণনাতে জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া;
- নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে অর্থ বা অন্য কোনো সুবিধা গ্রহণ করা বা কাউকে এমন সুবিধা গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া;
- কোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য বা ভোট দান থেকে বিরত থাকার জন্য ভোটারকে বলা বা রাজি করানো;
- ভোটকেন্দ্রের ভিতরে শোনা যায় এমন কোনো মাইক বা মেগাফোন ব্যবহার করা;
- ভোটকেন্দ্রে ভোটারদেরকে বিরক্ত করা বা বিষ্ণু সৃষ্টি করা;
- মনোনয়ন পত্র, ইভিএম এর কন্ট্রোল ইউনিট এবং ব্যালট ইউনিট ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট বা বিকৃত করা;
- ভোটগ্রহণের সময় ভোটকেন্দ্র হতে ইভিএম এর যন্ত্রাংশ অপসারণ করা;
- ভোটগ্রহণের শুরুতে প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডে অথবা ভোটগ্রহণ সমাপ্তকরণ কাজে বিলম্ব বা বিষ্ণু ঘটানো;
- আইনগত ক্ষমতা ব্যতিত কোনো নির্বাচনি দলিল পরিবর্তন, প্রতিহ্রাপন, চুরি বা ধ্বংসকরণ;
- কোনো নির্বাচনে একাধিকবার ভোট দেবার চেষ্টা করা;

- যথাযথ এখতিয়ার ছাড়া নির্বাচনি উপকরণ বা ইভিএম এ হস্তক্ষেপ করা;
- বলপ্রয়োগ করা, সহিংসতা সৃষ্টি ও বাধাদান অথবা বলপ্রয়োগ সহিংসতা ও বাধাদানের ভূমিকি প্রদান;
- নির্বাচনি দায়িত্ব পালনে নির্বাচনি কর্মকর্তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করা;
- নির্বাচনি কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য আচরণবিধি লঙ্ঘন করা;
- অন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনি অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত বা সহায়তা করা;
- যথাযথ কর্তৃত্ব ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত ইভিএম সংশ্লিষ্ট কিংবা ইভিএম এ ব্যবহৃত বা ব্যবহার করা হবে এমন কোনো ডিভাইস, সরঞ্জামাদি বা সফ্টওয়্যার প্রোগ্রাম বিনষ্ট করা কিংবা উহাতে বেআইনি হস্তক্ষেপ করা;
- কোনো ভোটকেন্দ্র হতে ইভিএম এর কোনো ডিভাইস বা সরঞ্জামাদি বেআইনিভাবে অন্য কোথাও সরানো বা উহার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা;
- কোনো ভোটকেন্দ্রে বেআইনিভাবে ইভিএম ব্যবহার করে জাল ভোট প্রদান করা;
- ইভিএম এর কোনো ডিভাইস, সরঞ্জামাদি বা সফ্টওয়্যার প্রোগ্রাম বেআইনিভাবে নকল করা;
- ইভিএম এর তথ্যভান্ডারে সংরক্ষিত তথ্যে অনধিকার প্রবেশ করা অথবা তথ্য বিকৃতি বা বিনষ্ট করা;
- নির্বাচনি আইনের কোনো ধারা বা অন্য নির্বাচনি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিধি-বিধানের শর্তাবলী লঙ্ঘন করা; এবং
- নির্বাচন কমিশনের কোনো আদেশ অমান্য করা।

কোনো ব্যক্তি ইভিএম সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য অন্যন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন;

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪ এর উপধারা ১ এ উল্লেখ আছে যে “কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে তিনি কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিকট গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত তাঁর দায়িত্ব গ্রহণে বা পালনে অপরগতা বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিতে পারিবেন না”।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ১২৬ অনুচ্ছেদ এ উল্লেখ আছে, “নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে”।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ৮০ এ নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার শাস্তি সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে “কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা এই বিধিমালার ধারা বা অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কোন নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, ব্যক্তি অন্যন ৬ (ছয়) মাস এবং অনধিক ০১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।”

সংযুক্তি ১: ফরম-জ-১: পোলিং এজেন্ট নিয়োগ



ফরম-জ-১ [বিধি ২৮(২) দ্রষ্টব্য] পোলিং এজেন্ট নিয়োগ

বরাবর

প্রিজাইডিং অফিসার

.....ভোটকেন্দ্র

বিষয়:- পোলিং এজেন্ট নিয়োগ।

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে..... উপজেলা পরিষদের.....চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা সদস্য পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী..... পিতা/স্বামী.....নির্বাচনি প্রতীক.....
.....এরভোটকেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবার জন্য উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ২৮ অনুসারে নিম্নের্বর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ করিতেছি।

ক্রমিক সংখ্যা	পোলিং এজেন্টের নাম	পোলিং এজেন্টের পিতা/স্বামীর নাম	পোলিং এজেন্টের ঠিকানা	পোলিং এজেন্টের ভোটার নম্বর বা জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬
১.					
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
৬.					
৭.					
৮.					
৯.					
১০.					

২।ক্রমিকে উল্লিখিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ উক্ত ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনাকালীন সময়েও দায়িত্ব পালন করিবেন।

.....

স্থান [] প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্টের নাম ও স্বাক্ষর এবং নির্বাচনি প্রতীক.....

তারিখঃ [] দিন [] মাস [] বৎসর

সংযুক্তি ২: ফরম-জ-২: পোলিং এজেন্টের উপস্থিতির রেকর্ড



ফরম-জ-২

[বিধি ২৮(৩) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা
সদস্য পদে নির্বাচনে নিয়োগকৃত পোলিং এজেন্টের উপস্থিতির রেকর্ড

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম

ক্রমিক সংখ্যা	পোলিং এজেন্টের নাম	পোলিং এজেন্টের উপস্থিতির স্বাক্ষর	নির্বাচনি প্রতীক	পোলিং এজেন্টের ভোটকক্ষে আগমন ও প্রস্থানের সময়				মন্তব্য
				আগমন	প্রস্থান	আগমন	প্রস্থান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.								
২.								
৩.								
৪.								
৫.								
৬.								
৭								
৮								
৯								
১০								

তারিখঃ [] দিন [] মাস [] বৎসর

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল
(সিল না থাকিলে নাম ও পদবী উল্লেখ করিতে হইবে)

**সংযুক্তি ৩: ফরম-২: প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে ইভিএম বুবাইয়া দেওয়ার
রেকর্ড**



ফরম-২

[ବିଧି ୮(୧) ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ]

প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে ইভিএম বুবাইয়া দেওয়ার রেকর্ড

ANSWER

উপজেলা পরিষদ

ANSWER

ANSWER

জেলা

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে,

(ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম)

তোটকেন্দ্রে ব্যবহারের নিমিত্তে নিম্নরূপে ইভিএমসমূহ বুকাইয়া দেওয়া হইল:-

ক্রমিক নম্বর	ইভিএম		ভোটকক্ষের নম্বর	গ্রহণকারী সহকারী প্রিজাইডিং বা পোলিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর
	কন্ট্রোল ইউনিট নম্বর	ব্যালেট ইউনিট নম্বর		

ত্বান.

ANSWER

[View Details](#)

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, স্বাক্ষর ও সীল (যদি থাকে)

তাৰিখ

--	--

১৮

--	--

১৪

--	--

1

১৯

১০৮

সংযুক্তি ৪: ফরম-৩: ইভিএম এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের প্রত্যয়নপত্র



ফরম-৩ [বিধি ১০(৮) দ্রষ্টব্য]

ইভিএম এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের প্রত্যয়নপত্র

	উপজেলা পরিষদ		জেলা
--	--------------	--	------

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে,

(ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম)

ভোটকেন্দ্রেরনম্বর ভোটকক্ষে সরবরাহকৃত ইভিএমটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া সঠিক পাওয়া গিয়াছে।

ক্রমিক নম্বর	পোলিং এজেন্টের নাম	পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর
১	২	৩

স্থান.		
--------	--	--

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম,
স্বাক্ষর ও সীল (যদি থাকে)

তারিখঃ [] দিন [] মাস [] বৎসর

সংযুক্ত ৫: ফরম-এও: চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী



ফরম-এও

[বিধি ৪১ (১) (খ) দ্রষ্টব্য]

জেলার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দী
প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর

ক্রমিক নম্বর	প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীগণের প্রতীক	আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা		
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত বৈধ ভোট	মোট বৈধ ভোট (অংকে ও কথায়)
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৫=৪(ক)+৪(খ)

১।

২।

৩।

৪।

৫।

মোট :

মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা :

মোট অবৈধ ভোটের সংখ্যা :

মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা :

স্থানঃ.....

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

(প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর)

সংযুক্তি ৬: ফরম-এও-১: ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী



ফরম-এও-১

[বিধি ৪১ (১)(খ) দ্রষ্টব্য]

জেলার উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর

ক্রমিক নম্বর	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীক	আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা		
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত বৈধ ভোট	মোট বৈধ ভোট (অংকে ও কথায়)
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৫=৪(ক)+৪(খ)
১।					
২।					
৩।					
৪।					
৫।					
<hr/>					
মোট : ৪					

মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা :

মোট অবৈধ ভোটের সংখ্যা :

মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা :

স্থানঃ.....

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

(প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর)

সংযুক্তি ৭: ফরম-এও-২: মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী



ফরম-এও-২

[বিধি ৪১(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

	জেলার
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী	

উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম	সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর		
--------------------------	----------------------	--	--

ক্রমিক নম্বর	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীক	আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা		
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত বৈধ ভোট	মোট বৈধ ভোট (অংকে ও কথায়)
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৫=৪(ক)+৪(খ)

১।

২।

৩।

৪।

৫।

মোট :

মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা :

মোট অবৈধ ভোটের সংখ্যা :

মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা :

স্থানঃ.....

তারিখঃ

--	--

 দিন

--	--

 মাস

--	--	--	--

 বৎসর

--

(প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর)





নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
www.ecs.gov.bd